অমৃতবাজার পত্রিকা

গ্রিম বার্ষিক ৮৷৷৹, ডাক মাশুল ১৷৷৹, যাণ্মাসিক ৪৷৵৹, ডাক মাশুল ৵৹, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১৩৷৷৹, ডাক মাশুল ১৷৷৹ টাকা। প্রতি খণ্ড ।৵৹ আনা।
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹ আনা।

কলিকাতাঃ—১৯শে মাঘ—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ৩১শে জানুয়ারি ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ।

... সংখ্যা।

...মৃতরস ॥

...ীক এক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত

...হৌষধ।

...লি দেশী ও কতক গুলিন ...ংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া ... রোগনাশক শক্তি ধারণ ... উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ... করিতে সমর্থ। কি মহতী ... বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-...মৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহার ...ক সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি-...কে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা ... করিতে হইত না, এবং অকালে কালের ...হইত না।

...মৃত রস কি চমৎকার ঔষধ। ইহা ...অনেক দুঃসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য ...হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়, ...বহুবিধ শীরপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ ...ক অম্ল-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, ...ংশ পারদ ঘটিত দোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ... প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃৎ ও গ্রহণী ... রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। ...কতকগুলিন বিশেষ রোগ আছে, ...শীঘ্র প্রতিকারক। সূতিকা, প্রদর ...রোগ, স্বপ্নে ভয়দর্শন, প্রভৃতি রোগে ...মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে ...ধ সেবন করিলে মৃতবৎসা দোষও ...ক্ত এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধপোষ্য ... পরমোপকারী।

...আমার এই মহৌষধ ইংরাজি১৮৬৮ ...। আমার প্রকাশের পরে ...ই।

... টাকা।

...ড একই

... চমৎ-

... অল্প

... লোক

... ছেন।

... ছে।

... মাণ

... গুল

... গী

মাত্র। এজন্য তাহার মধ্যে আবশ্যকীয় কয়েক খানি নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের ২ শিশি অমৃতরস সেবন করিয়া রোগীর দীর্ঘকালিন জ্বর, প্লীহা ও কাশী প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের অমৃতরসের গুন দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম কারণ উক্ত রোগীকে ডাক্তার প্রভৃতি সকলে এক প্রকার জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার অমৃতরস এক শিশি সেবন করাইতেই প্রায় আরোগ্য লাভ করে। দ্বিতীয় শিশি সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য ও সবল হইয়াছে।

শ্রীরামনারায়ণ সাহা এবং কোং,
নিউ মেডিকেল হল ভাগল পুর

আমি ৪ শিশি অমৃতরস আনিয়াছিলাম তাহার মধ্যে এক শিশি শ্রীমতি মাতুলানীকে সেবন করানতে তাঁহার মূর্চ্ছা, গাত্র দাহ, শরীর দুর্ব্বলতা ও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হইয়াছে পুনরায় আর এক শিশি সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মহাশয়! আপনার এই অমৃতরস নামক মহৌষধের গুণ এক মুখে ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

দানাপুর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল গুপ্ত মহাশয় তাঁহার মাতুলের কারণ এক শিশি অমৃতরস আনাইয়া সেবন করানতে তাঁহার মাতুল মহাশয় বিশেষ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅমৃত লাল ঘোষ,
দানাপুর।

আমি ক্রমে অমৃতরস ৩ শিশি আনাইয়া একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীকে ব্যবহার করানতে উক্ত রোগীর অনেক উপকার হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী,
শ্বেতমন্দার, আসাম

আমি বিগত বর্ষে ক্রমাগত ৪ ব্যক্তির জন্য অর্শ রোগের এবং একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের কারণ অমৃতরস আনাইয়াছিলাম তাঁহারা ঔষধ সেবনে আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটীর পূর্ব্বে ৬ টী সন্তান হইয়া ৩ টীর ২হুই এক মাস বর্ত্তমান থাকিয়া, অপর একটীর জন্ম মাত্র মৃত্যু হইয়াছিল। অমৃতরস সেবনের পরই তাঁহার গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মায় এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে সে ৮ মাসের হইয়াছে তাহাকে ভাল দেখা যায় অমৃতরস যে চমৎকার ঔষধ তাহা জ্ঞান করা হইয়াছে।

শ্রীনন্দ কিশোর দত্ত, নাজীর,
নওগাঁ আসাম

আমার একজন বন্ধু অনেক দিন হইতে ভগন্দর ও পুরাতন জ্বরে কষ্ট পাইতে ছিলেন। তিনি উত্তমে ভম বৈদ্য ও ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন কিন্তু তাহাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না হওয়ায় তিনি জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ সেবনে একে বারে বিরত হইয়াছিলেন। আপনার অমৃতরস সেবন করাতে উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীনিশি চন্দ্র বিশ্বাস
ভবানীপুর কলিকাতা

আমার পত্নীর সূতিকার পীড়ায় ... প্রেরণ করিয়া ছিলেন তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে।

শ্রীরাজকুমার ঘোষাল
সীমলা কলিকাতা

অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আমার একটী বন্ধু পত্নীর রক্ত প্রদর পীড়া হইয়া অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন এমন কি সময়ে সময়ে এরূপ অত্যন্ত শোণিত নির্গত হইত যে তাহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইতে হইত। এই অবস্থাতে ডাক্তার ও বৈদ্য চিকিৎসা করাইতে ত্রুটী করা যায় নাই। অবশেষে মহাশয়ের জগৎবিখ্যাত অমৃতরস মহৌষধী ২ শিশি আনাইয়া কিছু দিন ব্যবহার করায় নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। মহাশয়ের মহৌষধের অপরিসীম গুন দেখিয়া আমার বন্ধু ও এখানকার সকলে চমৎকৃত হইয়াছে। আমার মুক্ত কণ্ঠে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে মহাশয় দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপ শুভ কর্ম্মে নিয়ত ব্রতী থাকুন।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী,
হিতসাধনী সভার সম্পাদক নানদাব জেলা বর্দ্ধমান

আপনার অমৃতরস এক শিশি আমার জননী ঠাকুরাণীকে সেবন করানতে তিনি ... হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাহাতেই আপনার অমৃতরসের অত্যাশ্চার্য্য গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডেঃ পোঃ মাঃ
গঙ্গারামপুর, জেলা দিনাজপুর।

আমি জ্বর ও কাশীর ব্যারামে যৎপরোনাস্তি ... পাইতেছিলাম অনেক ডাক্তার হকিম ও বৈদ্য দ্বারা ... প্রকার চিকিৎসা করাইয়া কিছুতেই আরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত অমৃতরস এক শিশি আনাইয়া সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য হইয়াছি।

শ্রীকাঙ্গালী না...
পাঁচলে গ্রাম, জেলা ...

আপনার মহৌষধি অমৃতরস দুই শিশি আনাইয়া আমার সন্তানকে সেবন করানতে প্লীহা ও জ্বর এককালীন নিবারণ হইয়াছে। ধন্য আপনার অমৃতরস।

শ্রীমধুসূদন রায় চৌধুরী
জমীদার কুণ্ডী, জেলা রঙ্গপুর।

আমার পিতাঠকুর অতীব কষ্টদায়ক ও প্রাণনাশক গ্রহিণীরোগে আক্রান্ত হওয়ায় দেশীয় চিকিৎসকদিগের দ্বারা স্বর্ণপর্পটী, পক্কান্ন ও গগনসুন্দর প্রভৃতি কয়েক প্রকার ঔষধ এবং গ্রহিণী মিহির তৈল প্রস্তুত করাইয়া সেবন ও মর্দ্দন করণান্তর ... হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে ... শেষে আপনার অমৃতরস ৩ শিশি ... করাইয়াছিলাম তাহাতে তিনি উত্তম রূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যা...
কাঁশডিহা জেলা বালেশ্বর

মহাশয়ের নিকট হইতে এক শিশি ... ইয়া তাহাতে বিশেষ উপকৃত হই... সুতিকা পীড়ায় ব্যবহার ক... রূপ আরোগ্য লাভ ক...

...র মহৌষধি অ... নি-সেব... লাভ করিয়াছেন
...সেই সুন্দররূপ আ...

শ্রী...কনাথ দাস বসু
কটক।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, অরুচি ...ময় ও মুখে ঘা হইয়া অধিককাল কষ্ট ভোগ ...তছিল এবং উত্তমোত্তম বৈদ্য ও ডাক্তার দেখান হই...ল কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে ...শয়ের অমৃতরস আনাইয়া সেবন করাইয়াছিলাম ...তে আরোগ্য লাভ করিয়া সুন্দর ও সুশ্রী হইয়াছে।

শ্রীরাখাল দাস চক্রবর্ত্তী
ভিসাবনী সভার সম্পাদক।

আপনার অমৃতরসের কি অনির্ব্বচনীয় গুণ। ইতি...র্ব ঈদৃশ মহোপকারী ঔষধের অবিষ্কার দেখা যায় ...। আমি যে এক শিশি অমৃতরস আনয়ন করিয়া-...। ...াম তাহা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। ভরসা ...র যাহারা নানাবিধ রোগে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ...হারা উল্লিখিত ঔষধ সেবনে কদাচ বিরত না হন।

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র দাস
কাশিম বাজার বহরমপুর।

আমার পিতাঠাকুর মহাশয় বাত ব্যাধি, বাকরোধ ...য়া শয্যাগত, অচল ও অবশাঙ্গ ছিলেন, আপনার ...মৃতরস এক শিশি ব্যবহার দ্বারা উপকার দর্শিবে ...বেচনা হইয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
রামগঞ্জ নওয়াখালি

ওলাউঠার বটীকা।

আপনার নিকট হইতে যে ১০ টাকার ওলাউঠার ...ষধ আনাইয়াছিলাম তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে এবং ...ই সমুদয় টাকারই লফ পাইয়াছি অর্থাৎ সমুদ...রোগীই আরাম হইয়াছে।

শ্রীরমণী কান্ত রায়
দামড়া মাণিকগঞ্জ।

আপনার নিকট হইতে আমি কলেরার পিল আনা-...য়া প্রায় ৯০ই জন রোগী আরোগ্য করিয়াছি।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ গোপাল আধুর্য্য
মল্লিয়াতা রাজবাটী দুর্গাপুর।

CHOLERA PILL.

I have very great pleasure in informing you ...at your cholera pills have been a great boon ...those infected with cholera. I tried them in ...0 cases in all of which they were successful ...xcept in 5 or 6 cases.

C. W. Richardson
Chairman Satara Municipality.

I am requested by the Moharaja of Burdwan to ...nform you that during the recent outbreak of ...holera in this place, your pills were tried in se...eral cases, which occurred among the servants of ...is Highness and were found to be efficacious.

T, B. Miller
Private Secretary.

I am happy in being able to testify to ...he general efficacy of your cholera pills, they ...aving proved superior to all allopathic medicines ...n cholera cases.

Haran Chandra Chatterji
Hd. Master Nowgong school
Nowgong, Assam.

I am exceedingly glad in informing you that ... pills were administered in 19 cases ...l results.

D. S. Gholker
N. G. Library, Kothapore
Southern Maratha country.

... pleasure to inform you that ... outbreak of cholera here ...re several cases without ...the said pills,
...e Prosad
...der,
...lpore
...lera
...f

...on account of the advanced disease.

Anua Goqal, Tanna.

AMRITARASSA.

Amritarassa has really a wonderful efficacy over Hysteria. Since the administration of the Amrita my wife had had no fit.

Suresh Chander Ghose
Asst. Surgeon, Ruik

My sister who was suffering fromec, Dyspepsia and Dysentry for a long chronic greatly benefited by the use of one time, has your valuable Amritarassa. phial of

Jogendra Chander
Pleader, Ladhiana,

The phial of your Amri tarassa that sir sent me has perfectly cured me of Dyspep & and Diarrhœa I gave a little of it to a M Burnham of our office for his old fever and ague; and he having recovered, desires me to write for one phial more.

Gopal Chander Gangooly
Foreign department
Simla Hill

NEW AMALGAMATED SOCIETY OF RAILWAY SERVANTS IN INDIA.

REGISTERED UNDER ACT XXI OF 1860

HEAD OFFICE ALLAHABAD.

The above Society has been established for the purpose of carrying out the following objects,

The improvement of the general condition of Railway servants in India. To afford assistance to its members when thrown out of employment. To provide legal support for its members and also render them assistance in cases of sickness. It likewise affords a superannuation allowance to old, or disabled members, and will promote such undertakings as will conduce to the improvement of the Railway service generally. In addition to the above the relatives of a deceased member, not in arrear with his subscriptions at the time of his death, are entitled to the sum of Rs. 250, Rs. 150, or Rs. 75 according to the class of subscribers the deceased member may have belonged to. There is also a Death Benefit Fund attached to the Society and on the death of any member belonging to the Fund his nominee will receive one quarter the amount there is in the Fund.

ANY Railway employee, *whatever his caste, creed,* or *nationality*, is eligible for membership in the Society, providing he is a *sober, steady, industrious* man who *understands* his work, and can *read*, and *write*. The following are the fees payable by members.

	On oining, including 1st month's Subscription and cost of rule book.			Monthly subscription payable in advance.		
	Rs.	Ans.	P.	Rs.	Ans.	P.
Class A.	12	4	0	2	0	0
" B.	7	4	0	1	0	0
" C.	3	12	0	0	8	0

And an annual assessment payable in January for all classes of eight annas per member, to revert exclusively to a Delegate Meeting Fund.

The Society is established on most of the Indian Railways, and possesses a journal of its own in which are published the proceedings of the various meetings that are held.

For further information apply to any of the Branch Secretaries or to

F. T. ATKINS
General Secretary
New Amalgamated Society
of Railway Servants in
India, Allahabad.

Tenders are invited by the undersigned for the supply of 100,000 large, new, light colored, clean, well grown cocoanut husks from which the nuts have been abstracted.

Delivery to be taken at one of the Calcutta Ghauts.

A. LETHBRIDGE.
INSPECTOR GENERAL OF JAILS.
BENGAL.

নোটিশ।

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি (3rd February) পর্য্যন্ত দমদমার স্মল আরমস এমিউনিসন ফ্যাকটরি (Dum Dum Small Arms Ammunition Factory) অর্থাৎ ক্ষুদ্র অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করিবার কারখানার ভার প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব মহাশয় (Superintendent) কর্ত্তৃক পেটী ষ্টোরস অর্থাৎ (Petty Stores) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ...সামগ্রী প্রভৃতির কন্ট্রাক্টের নিমিত্ত (Sealed) অর্থাৎ ... করা টেণ্ডর (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল ...ইবে। এই সমুদয় সামগ্রী প্রভৃতি আগামী

1879) পর্য্যন্ত ... টরি (Small Arms Ammunitio... অস্ত্র শস্ত্র সকল প্রস্তুত করার কারখান... করিতে হইবে।

(২) সরকারি কার্য্য নির্ব্বাহা... জনীয় জিনিস সরবরাহের নিমিত্ত (... অর্থাৎ বায়না পত্র লওয়া যাইবেক ... ন্যূনাধিক পরিমাণের ফর্দ্দ এবং ... ফারম উপরিউক্ত স্মল আরমস আ... (Small Arms Ammunitio... দরখাস্তকারীদিগকে দেখান যাই... ছুটির দিনে দেখান যাইবে না।

(৩) যদি কোন টেণ্ডার ... পত্র গৃহীত হয় তাহা হইলে যাহা... দিগকে কন্ট্রাক্ট লেখা পড়ার দস্ত... ক্ষিত করিতে হইবে। দস্তাবে... টাকা কন্ট্রাক্টদারদিগকে দিতে হ...

(৪) দুই খান করিয়া টে... বায়না পত্র দিতে হইবে এবং ... থাকিবে। প্রত্যেক রকমের জি... যাইতে পারিবে সেই সেই দর অঙ্কপ... তাড়িয়া লিখিয়া দিতে হইবে।

(৫) কেবল ছাপা করা ফারমে ... লওয়া যাইবে। উক্ত রূপ ছাপা করা ফ... এই আফিসে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাই... ফারম দুই টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) সকল অপেক্ষা কম দর দি... (Tender) গৃহীত হইবে এমন কথা নহে... টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে তাহা কি জন্য... তাহার কোন কারণ দেখান হইবে না।

(৭) টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ... গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ... ইনেস্পেক্টর সাহেবের (Inspector G... উপর আছে। তিনি সকলের নিচে... অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন। ... সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে ... টেণ্ডারের যদি কোন জিনিষের দর স্প... হয় তাহা হইলে সেই জিনিষের দর তি... পারিবেন।

(৮) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না প... এক হাজার টাকার গবর্ণমেন্ট অর্থ... অথবা নোট আমানত করিতে হ... পড়া হইয়া গেলে কিম্বা টেণ্ডার ... ফেরত দেওয়া হইবে।

(৯) ...
tendent) ...
প্রহরের ...
আফিসে ...
টেণ্ডার অ...

(১...
তাঁহারা ...
স্মল ...
ফ্যাক্ট...
৩৮...

মা...
১...

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন১২৮৪ সাল, ১৯শে মাঘ বৃহস্পতিবার।

বাঙ্গালার দরিদ্র লোকের কি কেহ নাই

যখন লর্ড নর্থব্রুক ইনকম ট্যাক্স রহিত করেন তখন সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ইহার বাদী হন। তিনি সে সময় বলেন যে,ইনকম ট্যাক্স দ্বারা কোন অত্যাচার হয় না; প্রত্যুত ইহা অপেক্ষা উত্তম ট্যাক্স আর নাই। যখন লবণের শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধির কথা হয় তখনও তিনি উগ্র হইয়া বলেন যে লবণের শুল্ক বৃদ্ধি হইলে দরিদ্র লোকের ভারি কষ্ট হইবে, সুতরাং যাহাতে দরিদ্রের কষ্ট হইবে সে প্রস্তাবে তিনি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে যে হস্ত দ্বারা তাঁহার নাম উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে তাহা তিনি চ্ছেদন করিবেন। যখন রোডসেস নির্দ্ধারিত হয় তখন তাঁহার মনে মনে যাহাই থাকুক, তিনি প্রকাশ্যরূপে বলেন যে দরিদ্র প্রজার উপর কর ভার অর্পণ করিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি আবার সম্বাদ আসিয়াছে যে ষ্ট্রাচি সাহেব যে উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিতেছেন তিনি তাহা অন্যায় বলিয়া বর্ণন করিযাছেন। তাঁহার মতে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ভয়ে গবর্ণমেন্ট দরিদ্রের উপর কর ভার বিন্যস্ত করিতেছেন।

টেম্পল সাহেব যত দিন আয় ব্যয়ের মন্ত্রী ছিলেন তত দিন তিনি ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করেন। ইহার নিমিত্ত তিনি ইংরাজ সমাজে অপদস্থ ও কলঙ্কিত হন,ইহার নিমিত্ত এখনও ইংরাজেরা তাঁহার উপর বিরক্ত। এই জন্যে এদেশীয় পদস্থ ব্যক্তি মাত্রের নিকট তিনি বিতরাগের ভাজন হন, কিন্তু তথাচ তিনি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ধনাঢ্যের কর ভার দরিদ্র প্রজার উপর নিক্ষেপ করার ... তাও করেন না। তিনি যত দিন বাঙ্গলার গবর্ণর ছিলেন তত দিন আমাদের স্কন্ধে কোন নূতন কর অর্পণ করেন না এবং সে সময় বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের টাকার বিস্তর সচ্ছলতা ছিল। তিনি বাঙ্গলাময় রেলওয়ে নির্ম্মাণ, খাল খনন, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

ইডেন সাহেবের আগমনাবধি ইহার সমুদয় উল্টাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের গবর্ণরেরা হয় জমিদার নয় প্রজার পক্ষে থাকিতেন। ইডেন সাহেব জনকয়েকব্যতীতএদেশীয় লোক মাত্রেরই বিপক্ষ। তাঁহার সময় চিরস্থায়ী বন্দবস্ত ভঙ্গ হইয়া জামিদারের স্বত্ব ধ্বংশ হইল, পবলিক ওয়ার্ক সেস হইয়া দরিদ্র প্রজার উপর কর ভার অর্পিত হইল, আবার যাহারা বাকি ছিল লাইসন্স ট্যাক্স দ্বারা তাহারা ভারাক্রান্ত হইল।

কিন্তু ইডেন সাহেব দয়া করিলেন না বলিয়া কি প্রকৃতই দেশের দরিদ্র লোক গুলি উচ্ছিন্ন যাইবে? ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসোশিয়েসন নূতন ট্যাক্স সম্বন্ধে যে মেমোরিয়াল করিয়াছেন তাহা করা অপেক্ষা না করা ভাল ছিল। আসোশিয়েশনের সভাপতি রাজা দিগম্বর সভাপতির আসন হইতে বলেন যে, ইনকম ট্যাকস সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মহারাজা যতীন্দ্র মোহনব্যবস্থাপক সভাতে বলেন ইনকম ট্যাক্স সর্ব্বাপেক্ষা ভাল,বাবু কৃষ্ণদাস পাল ব্যবস্থাপক সভাতে কেবল নয় হিন্দুপেট্রিয়েটেও ইনকম ট্যাকসের পক্ষ সমর্থন করেন,অথচ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান আসোশিয়েশন হইতে যে মেমোরিয়েল প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ইহার বিন্দুমাত্র নাই। তাহারা আবেদন খানি এই রূপ ভাবে লিখিয়াছেন যে উহা পাঠ করিয়া ইডেন সাহেবএবং ইংরাজেরা না চটেন, কলিকাতাবাসীরা না চটেন,অথচ তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মসমাধা হয়। যে কার্য্যে হৃদয় না থাকে সে কার্য্যে মঙ্গল হয় না। ট্যাক্স সম্বন্ধে কলিকাতায় আর একটি আন্দোলন হইতেছে। আন্দোলনকারীগণ যদি উপরিউক্ত প্রণালী দ্বারা কার্য্য করেন তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বাহ্ণেই তাহাদিগকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে বলিতেছি। কোন স্থানে মড়ক উপস্থিত ... করা কর্ত্তব্য। রোগের প্রাবল্যতা অবিলম্বে নিবারণ না করিয়া স্থান পরিশুদ্ধ করার যত্ন করিলে অনেক সময় স্থান পরিশুদ্ধ হইতে হইতে উহা পীড়া কর্ত্তৃক বিজন কাননে পরিণত হইতে পারে। যাহারা ভারতবর্ষের রাজস্ব লইয়া পার্লিয়ামেন্টে আন্দোলন করিতে চান তাহারা দেখিবেন যে আড়ম্বর করিতে গিয়া যেন দেশ উচ্ছিন্ন না যায়। যদি আমাদের দরিদ্র প্রজাদিকে রক্ষা করার ইচ্ছা থাকে তবে উপায়ান্তর অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অবিলম্বে হয় বলিতে হয় যে গবর্ণমেন্টের ট্যাক্স করার প্রয়োজন নাই, নতুবা যদি আমরা এ আপত্তি না করিতে পারি তা হইলে বলিতে হয় যে অন্য উপায়ে কর সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে যদি আমরা কলিকাতাবাসীদের উপর নির্ভর করি তাহা হইলে দেশের দরিদ্র প্রজাগণের স্বার্থ রক্ষা হইবে না। যেরূপ কাল তাহাতে দেখা যায় যে প্রকৃতি দেবীও বলবানের দাস, সুতরাং যত দিন দরিদ্র প্রজারা নিজে ক্ষমবান না হইবে অথবা কোন ক্ষমবান লোকের আশ্রয় না পাইবে তত দিন ইহাদের রক্ষা নাই, কিন্তু এদেশের দরিদ্র প্রজারা কি প্রকৃতই উপায়বিহীন? যত দিন মফঃস্বলের সম্বাদ পত্র গুলি জীবিত থাকিবে তত দিন আমরা দরিদ্র প্রজাদিগকে উপায়বিহীন বলিতে পারিব না। সোম প্রকাশ, ঢাকা প্রকাশ, গ্রামাবর্ত্তা,হিন্দুহিতৈষিণী, সাধারণী, মুর্শিদাবাদের পত্রিকাত্রয়,ইষ্ট হিন্দুরঞ্জিকা,শ্রীহট্ট প্রকাশ,ভারত সংস্কারক, প্রভৃতি সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা সাধ্যমতে দরিদ্র প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করিতে কথনই ত্রুটি করিবেন না। যদিও ইহাদের মধ্যে কোন কোন সম্বাদ পত্র কখন কখন প্রজাদের দোষ বর্ণন করেন, কিন্তু বিপদ কালে ইহারা যে প্রাণ পণে তাহাদের পক্ষ রক্ষা করিবেন তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং প্রজারা নিতান্ত নিরুপায় নহে এবং যাহাদের এরূপ সহায় সম্পত্তি আছে তাহাদের পক্ষে কোন অবিচার হইলে শুদ্ধ দরিদ্র প্রজাদের কোন ক্ষতি হইবে না, আমাদেরও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।

ইডেন সাহেব যতই বলুন এ দেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের সমাজে বিশেষ পদ আছে। ইহারা মনে করিলে গবর্ণমেন্টকে অনায়াসে কোন সদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত করাইতে পারেন। যদি দেশীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদকদিগের উদ্যোগে রাজ পুরুষেরা স্বার্থপর না হইয়া রাজস্ব সম্বন্ধে যে অবিচার করিতেছেন তাহা হইতে বিরত হন তাহা হইলে কেবল প্রজাগণ রক্ষা পাইবে না, রাজ ধর্ম্ম রক্ষা হইবে; সুতরাং রাজ্যও রক্ষা হইবে।

—০:০—

কারাগার।

একটি কারাগার দর্শন করিলে এক জন বুঝিতে পারেন যে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা কি, রাজার শাসন প্রণালীই বা কি,এবং শাসন প্রণালী দ্বারা দেশের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, দেশে দুষ্কর্ম্মের হ্রাস কি বৃদ্ধি হইতেছে, ধনবান কি নির্ধন ব্যক্তির বৃদ্ধি হইতেছে, এবং রাজ বিচারালয়ে সুবিচার কি অবিচারের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা বঙ্গ দেশের এই অবস্থা গুলি অবগত হইতে চাহেন তাহারা নিম্নের তালিকাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। যে সমুদয় বিচারপতিরা বিশ্বাস করেন যে সমাজ সংস্কার করার প্রধান উপায় আসামিগণকে কারাগারে প্রেরণ করা, তাঁহারা দেখিবেন যে কঠোর শাসনে ইহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হইতেছে। যে সমুদয় বাঙ্গালিরা শিক্ষার দোষে এই রূপ সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন যে দুষ্কর্ম্মিকে সৎ পথাবলম্বী করার রাজপথ গুরুতর রাজদণ্ড তাহারাও দেখিবেন যে তাহাদের এ সংস্কার ভ্রমমূলক।

দুষ্কর্ম্মী সচরাচর নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে জন্মে ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার দরিদ্রতা নিবন্ধন নিম্নশ্রেণীস্থ লোকে যে দুষ্কর্ম্ম করে ইহাও সকলে স্বীকার করিবেন। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে, অন্ততঃ তাহাদের ...আর এরূপ অবস্থা নাই যে ক্ষুধার নিমিত্ত যন্ত্রণা ... ইহাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং যদি দরিদ্রতা নিব... স্থানে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইলে দরিদ্র... মাণে হ্রাস হয় দুষ্কর্ম্মেরও সেই পরিমাণে ... কর্ত্তব্য।

দুষ্কর্ম্ম করিয়া নিস্তার পাইবার স্থল যৎ... লোক তত দুষ্কর্ম্ম হইতে স্বভাবতঃ বিরত হ... পূর্ব্বে লোকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া যেরূপ লুক্কায়িত হ... গত ২০ বৎসর হইতে লোকের সে সমুদয় সুবি... সেই সঙ্গে ২ গবর্ণমেন্ট কঠোর শাসনের প্রবর্ত্ত... ছেন। সুতরাং এই সকল কারণেও ... দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা অল্প হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু গত ... পাঠ করিলে ইহার বিপরীত ফল দেখা যায়। ... রিপোর্টে এই সম্বন্ধে যে তালিকা গুলি প্রকাশি... তাহা আমরা পর পর নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

ইনেস্পেক্টর জেনারেল বিভার্লি সাহেব লিখিয়... বৎসর যত লোক কারাগারে প্রবেশ করে ১৮... হইতে এপর্য্যন্ত এত লোক তথায় কখন আইসে ... ১৮৭৪খৃ অব্দে দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত বটে অনেক ... গারে প্রেরিত হয়। ইনস্পেক্টর জেনারেল বি... তদপরে গত ১৭ বৎসরের কারাগারবাসীদিগের ... তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, গত ১৭ বৎসরের ... সমুদয় লোক রাজ বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে তা... সংখ্যা শত করা ৫০ জন বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ৪১৩... কারাগারে প্রেরিত হয়। ৭৬ খৃঃ অব্দেঃ ৪৭১টি... হইয়াছিল, অর্থাৎ গত বৎসরে পূর্ব্ব বৎসর ... প্রায় শতকরা ১২ জন অধিক বালক শাস্তি পা... ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ইহা অপেক্ষা অনেক বালক ... হয় কিন্তু সেবার এখানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।

গত ১২ বৎসরে কত লোকের ফাঁসী... বিভার্লি সাহেব তাহার একটি তালিকা দি... আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিলাম।

১৮৬৫	খৃঃ	অব্দে	
" ৬৬	"	"	
" ৬৭	"	"	৭৯
" ৬৮	"	"	৫১
" ৬৯	"	"	৫১
" ৭০	"	"	৩৫
" ৭১	"	"	৬৫
" ৭২	"	"	৫৯
" ৭৩	"	"	৫৭
" ৭৪	"	"	৬১
" ৭৫	"	"	৫৯
" ৭৬	"	"	

আবার ১৮৭২ খৃঃ অঃ ২৭৭, ৭৩ খৃঃ অঃ ... অব্দে ২৫৩, ১৮৭৫ খৃঃ অঃ ৩০৩, এবং ১৮৭... ৪১৭ লোক দ্বিপান্তরিত হইয়াছে।

উপরের তালিকা গুলি দেখিলে অনায়াসে ... হইবে যে, এ দেশে ক্রমে দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হই... যাহারা কঠোর শাসনের পক্ষ তাহারা ইহার এই ... কারণ বলেন (১) জন সংখ্যা বৃদ্ধি (২) ... পোলিসের ও বিচারপতিদিগের কার্য্য তৎপরতা। ... লায় পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব ইহা সত্বেও ... বৃদ্ধি হইতেছে ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় ... লেও বোধ হয় বৎসর শত করা ৫০ জন বৃদ্ধি... পোলিস ও বিচারপতিরা পূর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য... পারেন, কিন্তু কঠোর শাসন দ্বারা দুষ্কর্ম্মের স... হইতেছে, অথবা ইতিপূর্ব্বে যাহারা অপ্রতিহতভা... করিত এখন তাহারা ইহাদের যত্নে রাজদ্বারে ... হইতেছে,তাহা সিদ্ধান্ত করা কঠিন। তবে এ কথার ... বোধ হয় কেহ আপত্তি করিতে পারেন না যে, এ দেশে ... রূপ ফৌজদারী আইন প্রচলিত তাহাতে অন্ততঃ ১২... অপরাধ না করিয়া কাহারও দিন অতিবাহিত করা ... সাধ্য নাই,এবং এরূপ নিয়ম যদি দেব লোকেও প্রচলি... হইত তাহা হইলে দেবতাদিগেরও হয় ত দুই ... কারাগার দর্শন করিতে হইত।

এই জন্যে যে অবধি ষ্টিফিন সাহেব ফৌজদারী আই... নের কঠোরতা বৃদ্ধি করিয়াছেন তদবধি এ দেশে ...

... বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭১ খৃঃ
... লোক শাস্তি পায় এবং তাহার পর বৎসর
...দের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ;—১৮৭২
...৭৪৮, ৭৩ খৃঃ অব্দে ২০৫৬২, ৭৪ খৃঃ অব্দে
... অব্দে ২১২৬৫, এবং ৭৬ খৃঃ অব্দে ২১২৬৮ জন
...ও প্রাপ্ত হইয়াছে।

... কঠোর শাসনের পক্ষপাতী তাঁহারা উপরের
... দেখিবে কঠোর শাসনে দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি
...য় নাই, আবার প্রাণদণ্ডের সংখ্যা যদিও গত ১২
...য় সমভাবে রহিয়াছে কিন্তু দ্বীপান্তরিতদিগের
... খৃঃঅব্দ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।
...দণ্ড ও দ্বীপান্তরিত প্রায় এক জাতীয় রাজ ...

...রা এক বার কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আবার
... নিমিত্ত কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে বিবালি
...হাদের সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত তালিকাটী দিয়াছেন।
...তে কারাগারে গমন করিলেই লোক সুৎপথা-
...াহারা মনোযোগ পূর্ব্বক এইটি দেখিবেন।
... খৃ অব্দে ১৩৭৭, ৭৩ খৃ অব্দে ১৬৯৫, ৭৪ খৃ
...৫৭, ৭৫ খৃঃ অব্দে ৩০৭৫, এবং ৭৬ খৃঃ অব্দে
... জন।

... কঠোর শাসনের বিপক্ষ। আমাদের বিশ্বাস মনুষ্য
... করুণাময় ঈশ্বরের সৃষ্টি। করুণা ও স্নেহ দ্বারা এই
...হাদিগকে শাসন করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ রাজবিচারে
... ঐশ্বরিক ভাবের প্রাবল্যতা দেখান রাজার
... এ দেশের রাজ্য দণ্ড বিধি প্রণেতারা, বিশেষতঃ
...াহেব ইহার বিপরীত করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ
...ন। উপরিউক্ত ঐশ্বরিক ভাব দ্বারা কারা-
...ন্দীদের মধ্যেও কি অদ্ভুত ধর্ম্ম ভাবের প্রাদু-
... তাহা আমাদের ভূতপূর্ব্ব জেল ইনস্পেক্টর ডাক্তার
... সাহেব দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর অবগত হন, আ-
... জেল রিপোর্টে বিবালি সাহেবও ইহার উদা-
...ছেন।

...র রিচার্ড টেম্পল নিয়ম করেন যে, যে সমুদয় কারা-
...রা কারাগারে অবস্থিতিকালে সচ্চরিত্রের পরি-
...ন করিবে তাহাদিগকে মিয়াদ থাকিতে কারাগার
... মুক্ত করা যাইবে। তিনি এই নিমিত্ত নিয়ম করেন
...জল কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সচ্চরিত্রের নিমিত্ত বন্দিদিগকে
... " দিবেন এবং যে উচ্চ সংখ্যা "মার্ক" পাইবে
... প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই রূপ দয়া প্রকাশ করিবেন।
...গকে কাম্বেল ... সাহেব অযথা কঠোর
...বাসা...
...চরিত্র করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টে উপরি-
...গের তাহাদিগকে সচ্চরিত্র হইতে বাধ্য করিয়া-
...বং বিবালি সাহেব এই সম্বন্ধে এই রূপ লিখিয়া-
... ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ৯০৯৬ জন বন্দী এই "মার্ক"
...র অধীনে রক্ষিত হয়। উচ্চতম মার্ক ৪৮ এবং গত
... ১৫৫৮ জনের প্রত্যেকে ৪০ মার্ক প্রাপ্ত হয়। এই
...মে গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর ৫৩৯ জন এবং গত
...৬০ জন মুক্ত হয়।

—০ঃ০—

...চারে সম্বাদ আসিয়াছে যে নর্থ কোর্ট সাহেব
... সংক্রান্ত বিল পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত
... প্রকাশ করেন যে, যদিও তাহারা রুশ
...হইতে কোন সম্বাদ প্রাপ্ত হন নাই, তত্রাচ তিনি
...সূত্রে শুনিয়াছেন যে সন্ধি সম্বন্ধে রুশিয়া
...তঃ এই কয়েকটি বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন। বল-
...রাতে সাধারণ তন্ত্র রাজ শাসন প্রণালী প্রচলিত
...বে। এখানে এক জন খৃষ্টান রাজা থাকিবেন
এবং রুশিয়া তাহাকে মনোনীত করিবেন। সার্ব্বিয়া, মন্টি-
নিগ্রো, এবং রোমানিয়ার এখন যে সীমা আছে তাহার
পরিবর্দ্ধন হইবে এবং এগুলি স্বাধীন হইবে। বসনিয়া
...হার্জগবিনিয়াতেও সাধারণ তন্ত্র রাজশাসন প্রণালী
প্রচলিত হইবে এবং তুর্কির অন্যান্য খৃষ্টান রাজ্যের মধ্যে
নানারূপ সংস্কার করিতে হইবে। যুদ্ধের ব্যয় রুশিয়া
... টাকা অথবা টাকার পরিবর্ত্তে কোন রাজ্য গ্রহণ
... এখনও সাব্যস্ত হয় নাই। ডার্ডিনেলিসে

রুশদিগের স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে যে কথা হয় তাহা তাহারা পরে সাব্যস্ত করিবেন। নর্থ কোর্ট সাহেব তৎপরে বলেন যে যদি প্রকৃত এই নিয়মে সন্ধি স্থাপন হয় তাহা হইলে ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ যে দ্বার দ্বারা রক্ষা হইতেছে তাহা ভঙ্গ হইবে এবং ইহাতে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য রাজার বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা, সুতরাং অন্যান্য রাজাকে উপেক্ষা করিয়া রুশিয়াকে তুর্কির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে দেওয়া অন্যায় এবং এই নিমিত্ত রাজাদিগের একটী সভা আহ্বান করা উচিত। ইংলণ্ডের সঙ্গে অষ্ট্রিয়া যোগ দিবেন, কিন্তু সম্ভবতঃ এ সভাতে রুসিয়া আধিপত্য করিবেন। এই সভাতে ইংলণ্ড আধিপত্য করিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টের উপর ইংলণ্ডবাসীদের আস্থা আছে ইহা প্রতিপন্ন করার নিমিত্ত তিনি ছয় কোটী টাকা সামরিক ব্যয়ের প্রার্থনা পার্লিয়েমেণ্টে করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ রণতরী ডার্ডিনেলিসে প্রবেশের আজ্ঞা রহিত করিয়াছেন, কারণ রুশিয়া ও তুর্কি উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন যে ডার্ডিনেলিস সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহা কোন সভা কর্ত্তৃক সাব্যস্ত হইবে।

—০ঃ০—

দিল্লী দরবারের সময় গবর্ণর জেনারেল এদেশীয়দিগকে সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত সম্বন্ধে এক রূপ প্রতিশ্রুত হন। এই রূপ রাষ্ট্র যে তিনি সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে যত গুলি সিবিল সার্ব্বিস পদ আছে তাহা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে দেওয়া হয়। গবর্ণর জেনারেল এই পদের কতকগুলি এদেশীয়দিগের নিমিত্ত রাখিবেন এবং গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় যাহারা উপযুক্ত হইবেন, সেই সমুদয় ভারতবর্ষবাসীরা ইহাতে নিযুক্ত হইবেন। সিবিল সরবিস সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে আমাদের প্রতি ঘোর অবিচার করেন তাহা তাঁহারা বুঝেন এবং ইহা প্রতিকারের নিমিত্ত রাজপুরুষেরা বরাবরি যত্ন করেন, কিন্তু ইংরাজ জাতি স্বার্থের দাস, স্বার্থের অনুরোধে তাহারা অনেক সময় অবিচার উলঙ্ঘন করিতে পারেন না। এদেশীয়দিগকে বিনা পরীক্ষায় সিবিল সার্ব্বিসে অথবা তৎতুল্য কোন পদে নিযুক্ত করিবেন গবর্ণমেণ্ট বরাবরি এই প্রতিজ্ঞা করেন। ইহাদিগকে সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত করা কঠিন দেখিয়া সার রিচার্ড টেম্পল মফঃস্বলে আপিলেট বেঞ্চ করার প্রস্তাব করেন, তিনি ইহা সম্পন্ন করার পূর্ব্বে স্থানান্তরিত হন। দিল্লী দরবারের সময় গবর্ণমেণ্ট অতিশয় উদার চরিত্র হইবেন ইহা অনেকে আশা করেন, সার রিচার্ড ও ইহা আশা করেন। তিনি এই নিমিত্ত বাঙ্গলার জন কয়েককে সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত করার জন্যে প্রস্তাব করেন। কেবল প্রস্তাব করেন না, তাঁহার মিনিটেও এ বিষয়ের উল্লেখ করেন, কিন্তু শেষে ইহাতেও তিনি অকৃতকার্য্য হন। গবর্ণর জেনারেলের যদি প্রকৃত ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে তিনি উপরিউক্ত প্রস্তাব দ্বারা দেশের বিস্তর মঙ্গল করিতে পারেন, কিন্তু ইডেন সাহেব যেরূপ দরভাঙ্গার মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করিতেছেন, লর্ড লিটনের যদি এই রূপ লোকদিগকে তোষামোদ করার জন্যে দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস পদের সৃজন করা বিবেচনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা করা অপেক্ষা না করাতে দেশের মঙ্গল হইবে। গবর্ণমেণ্ট মহারাজা, রাজা প্রভৃতি উপাধির সৃষ্টি করিয়া দেশের অনেক ক্ষতি করিয়াছেন, আবার বড় মানুষদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি পদ সৃষ্টি করিয়া দেশে আরো ঘৃণা, দ্বেষ, গৃহ বিচ্ছেদ আনয়ন করিবেন।

—০—

পিচ্ছল স্থানের পদস্খলিত ব্যক্তির ন্যায় ইংলণ্ড যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন কৌশলই স্থির ভাবে অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না এবং ইহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে তিনি যত স্থির হইয়া কোন রাজ কৌশল অবলম্বন করিবার সংকল্প করিতেছেন তত তাঁহার পদ আরো চঞ্চল হইতেছে। গত মেলে বিলাত হইতে যে সমুদয় সম্বাদ পত্র আসিয়াছে পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইংলণ্ডে কি ঘো...

উপস্থিত। ইংলণ্ডেশ্বরীর ইচ্ছা যে ইংলণ্ড যুদ্ধে প্রবেশ করেন। রাজমন্ত্রীর ইচ্ছা যে ইংলণ্ড সমর সাগরে ঝম্প প্রদান করেন। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া এ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে পারিতেছেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন; কিন্তু যুদ্ধে প্রবেশ করিয়া যদি পরাস্ত হন তাহা হইলে ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ হইবে। এই ভয়ে হয় ত রাজমন্ত্রী ও ইংলণ্ডেশ্বরী যুদ্ধের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াও উহাতে প্রবর্ত্ত হইতে সাহস করিতেছেন না। এই নিমিত্ত ডার্ডিনেলিসে রণতরী ভাসমান করিয়া আবার মুহূর্ত্ত উহা প্রত্যাবর্ত্তিত হইল, যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিতে বাজিতে উহা নিরব হইল। ফল আমাদের বিশ্বাস যে ইংলণ্ডের যত দিন ভারতবর্ষ অধিকার আছে তত দিন কোন ভয়েরই কারণ ছিল না। ইংলণ্ড এই যুদ্ধে প্রবেশ করিলে কাবুলের আমির তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হইতেন। অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতিও সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগ দিতেন। ইহা সত্বেও কেন ইংলণ্ড অস্ত্রধারণ করিলেন না তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।

—০ঃ০—

ইংলণ্ড যুদ্ধ করিবেন শুনিয়া লর্ড ডার্বি ও লর্ড কার্ণারবন কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ইংলণ্ডবাসীরা ব্যস্ত হন পাছে তাহাদের যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে হয় এবং তথাকার বণিক সম্প্রদায় সকল উহার প্রতিবাদ করেন। তাহারা বলেন যে তাহাদের ব্যবসায় এ বৎসর তত ভাল চলিতেছে না, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে উহার আরো ক্ষতি হইবে। ইংলণ্ডেশ্বরী ও রাজমন্ত্রী যেরূপ যুদ্ধের নিমিত্ত উত্তেজিত হইতেছেন, দেশীয় লোক উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের উৎসাহে সেই রূপ শীতল বারিসিঞ্চন করিতেছে সুতরাং তাঁহারা মনের আগুন মনেই নির্ব্বাণ করিতেছেন। কেবল ইহাও নহে। যে ইংলণ্ডে ... যাহারা তুর্কির নাম শুনিলে জয়ধ্বনি করিত, সেই ইংলণ্ডে যুদ্ধ করিতে হইবে শুনিয়া লোকের এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে সম্প্রতি তুর্কির পক্ষ সমর্থন করার নিমিত্ত একটী সভার অধিবেশন কালে ইহার বিপক্ষে এত লোক উপস্থিত হয় যে সভা এক রূপ ভাঙ্গিয়া যায়।

——oo——

যখন কনেষ্টেণ্টিনোপোলে ইউরোপীয় রাজপ্রতিনিধিগণের সভা হয় তখন ইংলণ্ড রুশিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিলেন। তুর্কি যেরূপ যুদ্ধে জয়ী হইতে লাগিল আর ইংলণ্ড অমনি প্রকাশ্যভাবে রুশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ড এক রূপ রুশকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ডের সম্বাদপত্র সকল বলিলেন যে রুশিয়া ভাল চান ত ফিরিয়া দেশে গমন করুন নতুবা তাঁহার বিপদে পড়িতে হইবে। ইংলণ্ড ইঙ্গিত করিলেন যে আর্ম্মেনীয়ার কার্স প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলে ইংলণ্ড যুদ্ধে প্রবেশ করিবেন। কেহ বা বলিলেন ড্যানিউব উল্লঙ্ঘন করিলে ইংলণ্ড যুদ্ধে প্রবেশ করিবেন কিন্তু রুশিয়া যেমন যুদ্ধে জয়ী হইতে লাগিল তেমনি ইংলণ্ড একে২ আপনার পূর্ব্বের দাবিগুলি ছাড়িতে লাগিলেন। যে ইংলণ্ড পূর্ব্বে ড্যানিউব পার হইলে যুদ্ধে প্রবেশ করিতেন তিনি রুশিয়া বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিলেও যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন না; যে ইংলণ্ড কার্স অধিকার করিলে যুদ্ধে প্রবেশ করিতেন কি... সমুদয় আর্ম্মেনীয়া রুশ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন না। যিনি প্লেবনা রুশদের হস্তগত হইলে যুদ্ধে প্রবেশ করিতেন তিনি এখন কনেষ্টেণ্টিনোপোল রুশদের হস্তে পতিত হইলেও যুদ্ধে প্রবেশ করেন কিনা সন্দেহ। ... সর্ব্ব শেষে সাব্যস্ত হয় যে ইংলণ্ড প্রাণান্তে গা... সৈন্য আসিতে দিবেন না এবং ইংল... ও অমতে তুর্কির সঙ্গে কোন রূপ স... দিবেন না, কিন্তু ইংলণ্ড ক্রমে তাহা... করিলেন।

—০ঃ০—

ইংলণ্ড যদি এই ...

A rumour of uncertain authority from the Frontier states that the Amir of Cabul is sending all available troops towards Candahar. The cause of this new movement is not stated. Russian envoys are represented as still going to and from Cabul, and the latest arrived envoy, it is said, "is treated with much consideration."

In Russia royalty costs yearly £1,700,000; in France the cost was £1,100,000; in Turkey the cost is £1,320,000; in Austria £800,000; in Italy £610,000 and in England, as set down in the Civil List, £407,000. But including annuities to members of the Royal family the cost of keeping up palaces, yachts, &c., the cost in England is a little over £600,000.

The *Morning Post* (which is believed to be in the confidence of Lord Beaconsfield) remarks that the Cabinet cannot allow the future of the Bosphorus and the Dardanelles to be submitted to any Congress. "We cannot permit any Conference to determine as to whether our path to India is to remain unmenaced. All that we have won we must maintain, and thus it has most unfortunately come to pass, for want of plain speaking at the beginning, and for lack of providing men and money in time, that we once more find ourselves in a false position from which it will certainly cost us some sacrifice to redeem ourselves. Men and money must be provided, our fleets must be still further strengthened, and the fact must be recognised that moral force will only be acknowedged when there is behind it physical strength, which is, after all the best of persuaders and the most cognet of arguments."

The other day Austria and England, it was reputed, have announced to Russia and the Porte that they would not allow any infraction of the provisions of the Treaty of Paris without the previous consent of the Signatories. The Treaty of Paris stipulated that Turkey should be admitted to participate in the public law and system of Europe: the Black Sea to be neutralised and in perpetuity interdicted to the flag of war of either of the Powers possessing its coast or any other Power; the Emperor of Russia and the Sultan not to establish or to maintain on that coast any millitary-maritime arsenal. In 1870 the Czar repudiated the allegations imposed by the Treaty with reference to the neutralisation of the Black Sea, but he formally declared that he considered himself bound by its stipulations with regard to the position of Turkey in the public system of Europe. The Great Powers in March 1871, at what is known as the Black Sea Conference, assented to the proposed modifications of the Treaty, but conferred on the Sultan the right to call in the navies of friendly powers to ensure the execution of the other stipulations. The action of Austria and England now taken, has evidently for its object the maintenance of the stipulation that Turkey shall participate in the public law and system of Europe, and the interdiction of the passage of the Dardanelles without the sanction of the Porte.

The Pera correspondent of the *Times* thus speaks of the war party in Turkey and their belief:—

What, however, chiefly strengthens the War Party is the belief that if they refuse to make terms with Russia, England will come to their aid. This belief is fortified by telegrams from England about the convocation of Parliament for the purpose of demanding war supplies and about large orders to military outfitters. It is further declared that the English Ambassador fully expects England to come to the aid of Turkey and makes no secret of his expectation, thus supplying the Turks with the strongest motive to continue the war. I have nothing whatever to attach personal blame to the Ambassador. His ability, energy, and zeal for what he believes, rightly or wrongly, to be best for British interests, deserve high praise; besides, I do not know what instructions he may have received from the Home Government. If England be really prepared to go to war, he might be only doing his duty in encouraging the Turks to resistance; but the coolest heads here, even among the Turks themselves, think that England will not go to war without an ally, and that she cannot find any. Some even think that if England went to war single-handed, Turkey might suffer more than if peace were now made. Irreparable injury may be done to the Turks if they be permitted to remain in their present belief that England will help them, and if help be subsequently withheld.

A continental correspondent, writing on the situation and England's position regarding it, says:—"The country is divided; the Court is divided; the Cabinet is divided. No firm hand and earnest head holds or guides the rudder of the State. Prince Bismarck is credited with a rough remark this week, when he was told by some one that E[n]gland was growing earnest and dangerous to [th]e effect:—'Bah! they call Turkey the Sick [Man]; England is the sick old woman!'"

[It] is said that in Paris the belief prevails that [Lord] Beaconsfield has made up his mind to seize and [hold] the island of Rhodes, in the event of a Russian advance on Constantinople, and that this is the real meaning of the additions to the garrison [at] Malta, and the continued presence of the Mediterranean fleet in Besika Bay.

The following account of Abdul Ghafur, the Akhund of Swat, who has just breathed his last, will be read with interest:—

The Swat territory lies in Afghanistan between the districts [...]stan, and is a wild [...] inhabitants of which are Afridis who are always ready for a raid into their neighbour's territory—for an assassination as for a marriage. How Swat came into the possession of Abdul Ghafur is a story which lies hidden in Government records, but still there are general outlines known to the public which show that the late Akhund was both a clever and a fortunate man. The Rev. T. P. Hughes knew a great deal about the trans-Frontier Provinces by experience, and we remember reading uninteresting sketch from his pen of the progress of Abdul Ghafur from a humble member of the Gujar or Cowherd tribe till he obtained complete religious and political ascendancy in Swat. When he died the Akhund must have been close upon ninety years of age, for some years ago Mr. Hughes described him as an old man of about eighty six, of middling stature, and with a countenance which could not be considered either handsome or intelligent. He had been blind for four or five years, and was severely afflicted with a disease which the Natives call *hikka*, and the English call itch. Abdul Ghafur was born in Swat about 1790, and as soon as he was old enough, he was sent out by his parents to tend cattle on the hills. Not liking thelife, being a lad of a studious natare, he became a pupil in some village mosque, where he learned to read in Mahomedan characters. He then went to a more celebrated mosque in the village of Todheyr where he was taught the Koran and other sacred books in Mussulman literature by an individual who had a great reputation in that part of the country for his knowledge of Mahomedan laws and doymas. Mahomed Schwaib, the teacher we speak of, seems to have imbued the mind of Abdul with an inclination for asceticism, and accordingly we find the future saint becoming a Kodirl fakir, living in a little island called Beyka in the Indus. Here, in the middle of the great lonely river, he sat crying out, "Thou art the Guide! Thou art the truth!" He lived in great wretchedness for twelve years, and it was as well that he left his island at last, for there is now no sign of it in the Indus. The Sikhs, who were then the masters of the Peshawur Valley, caused the poor fakir, who in cold or hot weather, in dryness or in hail, had called upon his good Allah for so many years, to remove himself from Beyka, He wandered about the country, apparently caring nothing for anybody, and nobody anything for him. At last he sat down before the village of Salimkan, and built himself a hut in which his extraordinary ascetecism was seen of men and appreciated accordingly. His fame as a holy man spread to such an extent that the common people called him a saint or *wali*, and the learned doctors against whom he had to argue dubbed him *Akhund* or teacher. That was really the beginning of the Akhund of Swat. The chiefs around came to him for advice and blessing and at last the ruler of Afghanistan, Dost Mahomed Khan, who was at war with the Sikhs, thought it would inflame the valour of his troops if he could only attach to it a man of exceptional holiness, and his choice alighted upon Abdul the cowherd. The Akhund accepted the preferment, and girding on his sword, went down into the Khyber Pass with Dost Mahomed's army. Despite his having sat in sackcloth and ashes, called incessantly upon his god, and punished his body with semi-starvation, Abdul found that somebody else than the Afghans were the favoured of fate, for the Sikhs were victorious and the Dost and all who survived with him, which included the Akhund, had to fly for their lives. The Akhund first went to the Bajour Hills, and then, tired of the life of a military divine, he returned to the valleys of his childhood in Swat, and where he at once put in practice his severest forms of outward sanctity. He aspired to be religious leader of the people, and in this he subsequently succeeded, notwithstanding that he had serveral formidable rivals in the person of three Mahomedans who considered themselves quite as learned and pious as he was, and had a considerable number of followers who were of the same opinion. The Turk on the throne does not like brothers, and sometimes gentlemen who have high aspirations in the world of religion, charity, and humility, actually hate other gentlemen endowed with similar aspirations. This was precisely the case with the Akhund. He called "Allah" almost without ceasing, to the admiration of the public, and while he was doing it he was wondering how his three rivals could be got out of the way. The British Government at this time developed a horror of Wahabeeism, and somehow it happened that one day the Mulah of Kotah, Gholam Jalani of Peshawur, and the Akhund of Kosabai in the Khyber—these being Abdul Ghafur's three rivals in the supremacy of Islam in that part of the world—found themselves, and their followers accused by the British of teaching unorthodox, and dangerous political opinions. A large number of people were thrown into jail at Peshawur, and to divert suspicion from them they were very glad to proclaim that in their opinion the Akhund of Swat was the only orthodox leader. The supreme position of Abdul was now secured. It is true that the Akhund of Kosabai had taken up his residence out of the reach of British interference, and was attracting a considerable number of disciples who thought more of him than of the Akhund of Swat, but it shows how much the devotion of the latter was in favor with Allah, that one morning when he was saying his prayers the Akhund of Kosabai was murdered by the knife of some assassin. After this divine dispensation, the Akhund stood alone on the North-West Frontier for reputable piety; and in the course of time the fame of his knowledge of the laws and the scriptures of Islam had spread until daily the old priest, while sitting in his mosque in far away Swat, had to bless pilgrims from Arabia, Bokhara, and the most remote parts of the Mahomedan world. Abdul Ghafur did more, however, than bless pilgrims, denounce heresy, settle disputes in law or dogma, and encourage the faithful to keep strong in the glory of Allah. His heart was not so full of religion that it had no room for any other sentiment. He hated the English, at first undisguisedly (as in the Umbeyla campaign), and latterly, it is suspected he showed it more in insinuations so craftily dealt out to his followers that the English Government could not get an opportunity of openly accusing him of unfriendliness. Nevertheless, for years past, rumour has connected his name with a thousand intrigues, now with the Amir of Cabul, and at another time with Russia. The secrecy preserved in the management of our ultra-Frontier affairs prevents the public from judging how far these rumours were fairly connected with the Akhund; but, just as there is no smoke without fire, it is difficult to believe that the Akhund's name was continually being connected with mischief without there being some ground for fixing upon him feelings the reverse of friendly to British interests.

It is reported in Madras that Mr. J. H. Garstin, the Additional Revenue Secretary to the Madras Government during the Famine, and Personal Assistant to His Grace the Governor, will be entrusted with the important duty of compiling the history of the late crisis in that presidency.

[...] probably possesses the cheapest newspap[er in] the world. A fortnightly [...] paper is [...] than sixpence according to the [...] exchange) per annum. Another, publis[hed at] Alibag, costs nine annas a year.

Kulubha, the heir-presumptive to the Chiefs[hip] of Nowanuggur in Kattiawar, has been declar[ed] unfit to be ruler of the State, and has, with t[he] sanction of the Secretary of State, been exil[ed] from his country. The succession is as yet un[settled]. Now that the people regard all actions [of] Government with suspicion, it is proper that a[ll] papers relating to this case thould be made public.

A telegram from the Jowaki expedition, dated 23rd, states that "the remaining towers of Jammu were blown up by Colonel Buchanan's force ye[s]terday, after which it moved to Turki. It w[ill] move through the Kohat Pass to Shergasha t[o]morrow, the 24th. All well. The Jowaki Jirgh[a] is expected to reach camp to-day."—A later te[le]gram of the same date, 6 P. M., states that "t[he] Jowaki Jirgha, numbering sixty, reached ca[mp] this afternoon. The Commissioner of Kohat a[nd] General Keyes proceed from Kohat to camp [on] the 24th to receive them.

Here is a description of Professor Bell's tele[]phone and its principle:—

There is a disc of iron clamped round its ages in [a] wooden frame and kept in position just over one hole [of] a permanent straight magnet. The disc is near the mag[]net, but not near enough to touch it as it vibrates. Arou[nd] the end of the magnet is a coil of wire, one end of whi[ch] goes to the distant station. There the end of the wi[re] passes round a straight magnet, in front of one end [of] which is an iron disc similar to that at the "originatin[g]" instrument. When the soundwaves from the voice thro[w] the disc into vibration, induced currents of electricity a[re] set up, which reproduce in the "receiving" instrume[nt] vibrations exactly similar to those of the "originatin[g]" instrument. At the "originating" it is the soundwa[ves] that cause the vibrations of the disc; at the "receivi[ng]" instrument it is the vibrations of the disc that force [the] air into sound-waves and so reproduce the voice. [...] and why trimbre and modulation are reproduced [...] yet worked out.

The principal chiefs of the Jawakis who acc[om]panied the jirga to seek peace, are Bhabri and [...] Beg.

A Madras contemporary progonistica'es bad ti[mes] for the poor people in that Presidency up to S[ep]tember next. He writes: "Crops will be sh[ort] and prices, consequently, high. Further, the[re] will be no work, as usual, for labourers throu[gh lo]cal funds boards, as all the treasuries are empt[y]. We very much fear that Government will not [keep] clear of all connection with relief before the end [of] this year. We have reason to think that th[is is] as true of Maisur as of Madras."

The Jowaki Expedition seems to have reach[ed] a critical point. On the one hand, a party [of] Zakka Kheyls have joined the Jowakis, while [it] is asserted that the latter are suing for peac[e]. Their country has been completely overrun, b[ut] it was found impossible to surround them, [as] whenever pressed at any point they disappear[ed] into neutral territory. The troops having pe[ne]trated the country everywhere, and surveyed [it], have returned to Jummo and Peshawur. [It is] not, therefore, easy to understand the p[resent] position. If the Government are abandon[ing] Jowaki territory without the submission [of the] tribe, its operations have hardly been successf[ul], and the fact of the Zakka Kheyls having join[ed] the enemy would seem to point to further di[f]ficulties ahead. These Zakka Kheyls made the first display of their hostility, by firing a few days ago on Colonel Waston of the 17th Benga[l] Cavalry, in the Kohat Pass. We hear at the same time, that the Jowakis are suing for peac[e]. The Government proclamation insisted on unc[on]ditional submission, and the question is whet[her] it is to adhere to this determination, or stul[tify] itself by a compromise, as with the Pass A[fri]dees last year.

If money be power, says the *Whitehall Review*, what a force is J. W. Mackey, who thirty years since was a pennilees boy in Ireland. Twenty years ago he travelled through the United States as a speculative statesman, and sixteen years ago he was a bankrupt. To-day, at the age of forty-five, Mr. Mackey owns three-eighths of th[e] great [Bonan]za, the richest silver mine that has ever been [dis]covered, and draws out of Nevada a yearly i[ncome] of £2,750,000 which is the interest at 5 per [cent.] on a capital of £55,000,000. Though compa[risons] are odious, it is curious to note the difference [in] the income of the four of the richest men [on] earth:—

	Duke of Westminister.	Senator Jones, of Nevada.	Rothschild.	Mackey
Capital	£16,000,000	£20,000,000	£10,000,000	£55,000,000
Per year	800,000	1,000,000	2,000,000	2,750,[000]
Per month	60,000	80,000	170,000	[illegible]
Per day	2,000	2,500	5,000	7,[illegible]
Per hour	90	120	2[illegible]	[illegible]
Per minute	1 10	2	4	[illegible]

Mr. Mackey's fortune increases [£5] every minute. The question is, what will he do with it? Or, perhaps, it would be more cautious to ask, what will it do with him? Fortunes in the Far West often vanish as rapidly as they are acquired. Mr. Mackey has a magnificent hotel in Paris, where his family resides, while he passes most of his time

...interests. Mr. and Mrs. Mackey passed the summer at Trouville, in the charming Villa Cordier, which stands on the hill above the town, and overlooks the sea.

The last published weekly statement of the Madras Famine Relief Committee says that "a re-action seems to have occurred in the famine districts, and the pinch of distress is being again felt with great severity. Imports having long ago ceased, and only a small quantity of home grown grain being yet available for sale, prices of food are very high, and the pressure upon the poor is consequently very great.

The Naga Expedition seems to be approaching a successful termination. Mozema, Konoma, and other neighbouring villages, are said to have submitted to terms, and fines have been paid and the booty surrendered. Colonel Keatinge has gone to the Naga Hills, apparently to make final arrangements; and judging from the latest telegrams, we should conclude that this little war is at an end.

The following curious suit is now pending before the Bombay High Court. The *Bombay Gazette* says:—

A rather peculiar suit was commenced to be heard before Mr. Justice Bayley at the High Court on Tuesday last, in which Dr. Burjorjee, a medical practitioner in Bombay, and his wife claim Rs. 35,000 for damage done to certain pictures which were exhibited at the Bombay Exhibition of 1873, and which had been entrusted to the defendant, Mr. G. W. Terry, as honorary secretary to, and a member of the Exhibition Committee. The exhibition was held under the patronage of His Excellency the Governor of Bombay; and the suit is therefore defended under the instructions of the acting Government Solicitor, Mr. H. Cleveland. Plaintiffs, it was stated, delivered to defendant, at his request, a large number of pictures of great value, including oil paintings, water colour drawings and photographs. The defendant denied the pictures were ... more than Rs. 3,500 in all, and stated that when delivered to him, they shewed signs of considerable wear and tear. Towards the end of April, 1873, he was ready to re-deliver them, but allowed them, at the request of the plaintiff, Burjorjee, to remain in the Victoria Museum, in which the exhibition had ben held, and of which he (Mr. Terry) was then acting Curator. Due care was taken of them until last November. 1873, when he made over charge of the Museum and its continents to Dr. Wellington Gray; and he believed the same care was taken of them subsequently. Defendant had offered to repair the damage before this suit was instituted; and he brought into Court Rs. 150, which he said was more than sufficient to indemnify the plaintiffs. The case is still at hearing.

The coming vacancies in the Calcutta High Court will, we learn, be filled up by Mr. Prinsep and Mr. Tottenham, the former succeeding Mr. Birch, and the latter succeeding Mr. Morris.

Our Panjab contemporary asserts that the shawl dealers of Umritsar have suffered heavy losses by the sales in London of December last. In some cases not more than two annas in the rupee were realised. Umritsar alone has, it is roughly calculated, lost by this two and a-half lacs of rupees.

If we may credit the *Pioneer*, action is at last to be taken on the Report of the Decan Ryots Commission. Our contemporary says that a Bill will be introduced into the Bombay Legislature very shortly, designed to give relief to the indebted peasantry throughout the four districts concerned.

A telegram from Sheendeh, dated Thursday, reports: "Jowaki deputation was received in *durbar* to-day, Sir Richard Pollock and General Keyes presiding. The following terms were submitted to the enemy:—*First*, surrender of Khistoo and Hussein, the leaders in the Shahcote raid, and surrender of Rambazare and Shiroo, leaders of the party who last August murdered three sepoys on the Khushialghur road; *second* surrender of all Government rifles in their possession: *third*, restitution of all property stolen from British subjects in recent raids; *fourth*, a fine of ten thousand rupees; *fifth*, fifty hostages for future behaviour. The deputation has retired to consider the terms.

A correspondent writes to the *Pioneer*: "I see that some one in the House has been asking whether it is true that Scindiah failed to call upon the Lieutenant-Governor of Bengal whilst here at Christmas time. It is quite true. A story was current then that Mr. Eden was frantic, and had cursed our feudatory by all his gods; but to me he seemed of any one the least concerned. Nevertheless the fact remains that, either from carelessness or design, Scindiah committed a grave discourtesy to the Governor of the province within whose capital he was resdiing, for which those in political charge of him were partly to blame."

Today at 7 P. M., a lecture will be delivered at the Science Association by Father Lafont on the subject of "Optical Study of Sound." Next Saturday evening another lecture on "Electric Induction and Distribution of Electricity" will be delivered by Dr. Mohendralal Sarker at the same place.

We have received a little comphelet on a Persian drama Fredum repttduced from the *Indian Spectator*. We have much pleasure in extracting the following paragraph from it:—

The credit of this revival of the histrionic art is mainly due to Mr. K. N. Kabraji, of the *Rast Goftar*, who is the life and soul of the Natak Utejak Mandli. As a notable instance of what might be acquired by the force of studious perseverance, we can hold up this Parsi journalist to the admiration of the youth of his presidency. Mr. Kabraji's connection with the *Rast Goftar* has been an acquisition to the native press. A man of solid parts and immense common sense, he treats the questions of the day in a strong lucid way, apt to strike the reader with the general correctness of his views, whilst every social evil-doer knows him to his cost to be a stern uncompromising critic. Though a close and indefatigable student, his presence is seldom missed at public gatherings; and thus the columns of the *Rast Gofter* are replete with information and observation sometimes without the reach of readers of even English Papers. The *Rast Goftar* has been a popular and able exponent of public opinion ever since the busy days of the amiable Hindu reformer, Karsandas Mulji; and while yet many of our public writers of the day were in the cradle or the school-room, it was conducted by some of our best Parsi scholars in a spirit of unexampled fairness and liberality. But it would be to no disparagement of the former conductors, we hope, nor to any of our rising young men, if we said that the *Rust Gaftar*, under its present editor is felt to be a power throughout the length and breadth of the country where the Gujarati language obtains with the masses. But Mr. Kabraji is more than a journalist. He is an elegant Gujariti writer, and has translated many an English and Persian play. He has lately adopted, or which would be more correct to say, elaborated the incidents of the historical drama thereon.

The following is the telegraphic summary of the week:—

London, 22nd January.

The Russians have occupied Adrianople. There is a perfect panic in Roumelia among the inhabitants, and the distress prevailing is described as appalling.

The reports which have gained currency respecting the Russian peace condition s are premature.

Lord Derby, who has been unwell, has resumed his official duties. Lord George Hamilton has postponed his motion for a Select Committee of enquiring into the expediency of constructing public works in India by loans.

Mr. Noel in the Commons gave notice of a motion respecting the occupation of Quettah by British troops.

The Under-Colonial Secretary, replying to a question, said that another regiment was going to the Cape.

London, 22nd January.

A despatch from the Marquis of Salisbury, dated, 20th November, has been published, in which he d sagrees with the illusion that a conflict with Russia is inevitable.

He deprecates conquest on the Indian frontier; instead of a proposal made by the Indian Government for distinct government in the trans-Indus districts, he proposes two divisions under separate Commissioners, the Southern being dependent on the Northern, whilst both will depend on the Lieutenant-Governor of the Punjab, as regards internal affairs, and the Northern division will correspond with the Viceroy respecting external affairs.

In the House of Commons the Under-Secretary for the Colonies, replying to a question, said that the religious vote from the Ceylon revenue could not be stopped.

London, 23rd January.

In the House of Commons, Sir Stafford Northcote replying to a question, said that the Queen had personally telegraphed to the Czar, conveying the Sultan's desire for peace, and hoping that His Majesty would accelerate the suspension of hostilities.

The House of Commons have agreed to a select committee of inquiry into the expediency of carrying on Public Works in India by means of loans.

The latest advices from the seat of war state that General Goutko had driven Suleiman Pacha into the Rhodope mountains, and that the Turkish loss was 7,000, killed, wounded, and prisoners, and 49 guns.

The Turkish army Corps, under the respective commands of Mehemed and Ahmed Eyoub Pachas, are concentrated at Kirkilissa, East of Adrianople.

Preliminary negociations for an armistice have commenced.

London, 23rd January.

There is a panic in Gallipoli in consequence of the rreported advance of the Russians on that place. Suleiman Pacha has arrived at Kavala, on the coast.

The Royal Warrant, dated 21st December, orders the retirement of General officers of the Indian army at the age of 70, from 1st October 1877, unless the Secretary of State for India recommends exception.

London, 24th January.

The Russians have arrived at Kheshan, and are expected to reach Gallipoli on Saturday.

The Grand Duke Nicholas starts from Kezanlik for Adrianople to-morrow.

The St. Petersburg semi-official journals state that the relations between England and Russia are improved.

The Turkish Parliament has petitioned the Sultan to hasten the conclusion of peace, but, if conditions are exorbitant, have resolved to continue the war to the last extremity.

The marriage of the King of Spain to the Princess Mercedes, daughter of the Duke of Montpensier, was celebrated yesterday in the Basilica of Atocha, Madrid, with great pomp.

St. Petersburg, 24 January.

The news of the Russian advance on Gallipoli is semi-officially denied here to-day. A further semi-official statement on the same subject adds that the Russians do not intend occupying, or attaching, Gallipoli, unless the Turkish regular army is concentrated there, and threatens the Russian flank.

London, 24th January.

In the House of Commons this evening, Sir Stafford Northcote gave notice that, on the 28th instant, he would move for a supplement in the Army and Navy estimates. In reply to questions asked, Lord Beaconsfield in the Lords, and Sir Stafford Northcote in the Commons, said these extra supplies were required, because the Russians continued their advance, and we re concealing peace conditions.

Constantinople, 24th January.

The Porte has received from Russia the conditions required before concluding peace. They are very harsh, and include a heavy indemnity from the Porte, and the occupation of Turkish territory by Russia until the same is paid.

Vienna, 24th January.

The Imperial Austrian Ministry has tendered its resigna- ...specting customs ...

London, 25th January.

Lord Carnarvon has tendered his resignation, which has been accepted.

Lord Derby has also entered his resignation.

It is reported that the Commander of Mediterranean Squadron has been ordered to land a force to defend Gallipoli, and to send for the garrison of Malta, if the Russians continue to advance on Gallipoli.

Constantinople, Jan. 25.

The Porte has pledged its word to Russia that the condition of peace shall be concealed until the treaty of peace between Turkey and Russia has actually been concluded.

Constantinople, Jan. 26.

The Porte is ignorant of any armistice having been signed. The conditions of peace demanded by Russia have been confidentially communicated to the Turkish Parliament, but otherwise they have not been revealed.

The Russian head-quarters with the Turkish Commissioners, Sever and Namyk Pachas, have left Kezanlik and continue advancing.

London, Jan. 26.

In the House of Commons, Sir Stafford Northcote, replying to a question respecting the rumoured movement of the British Fleet to Gallipoli, said that, on Wednesday the Medeterranean Fleet was ordered to enter the Dardanelles, solely for the purpose of kepping open the waterway, and protecting British interests; but that last night, when it was known that Russia had communicated the conditions of peace to the Porte, the Commander of the Squdron was ordered to stop at the entry of the Dardanelles.

Sir Stafford Northcote in replying to a further question said, that the extra grant for the Army and Navy estimates, which Parliament will be asked to vote, will amount to six millions sterling.

Lord Beaconsfield in replying to a question said, that the British Government, before ordering the Squadron to enter the Dardanelles, had informed into Powers that it had no intention of breaking neutrality.

Lord Carnarvon in the House of Lords announced having thrice tendered his resignation, first on the occasion of Lord Beaconsfield's censuring his speech of the 2nd January; again, in consequence of his dissenting from the views of other members of the Cabinet in the matter of a special vote for Naval and Military preparations, and finally as to the advisability of ordering the fleet to the Dardanelles.

London, Jan. 26.

It is currently reported that the Duke of Buckingham succeeds Lord Carnarvon in the Cabinet.

Lord Derby will retain office provisionally. The withdrawal of his resignation is understood to depend upon whether the Government will express a vote for the extra six millions required on account of Naval and Military preparations.

In yesterday's sitting of the House of Commons, there was a debate on the Indian Budget, during which Lord George Hamilton spoke in defence of Sir John Strachey's proposals, and deprecated their discussion at present as premature.

Athens, Jan. 26.

Demonstrations in the favor of war with Turkey continue to be made here. It is asserted that the Greek Ministry intend hostilities, should the Chamber of Deputies consent to the step.

London, Jan. 27.

The British Medeterranean Squadron has entered the Dardanelles, but will withdraw directly to Besika Bay, where it remains till further orders.

London 28th January.

The French Mediterranean Squadron and the Italian Squadron have been despatched to the Levant, to protect the interest of their respective countries.

London, 28th January.

An engagement has taken place midway between Demotika about twenty miles to the South of Adrianople and Constantinople. Lord Derby retains office in consequence of the recall of the fleet from the Dardanelles and on the representations of his colleagues.

London, Jan. 28.

In the House of Commons this evening, Sir Stafford Northcote in bringing forward his motion for a supplementary vote to the Army and Navy estimates laid before the House conditions of peace required by Russia; which though unofficial were, he said, authentic.

They are that the whole Bulgarian nation shall form an autonomous tributary principality, under a Christian rule, who it is rumoured will be appointed by Russia; and that the principalities of Roumania, Montenegro, and Servia, obtain their independence, together with enlarged frontiers.

As regards Bosnia and Herzegovina, they are to have administrative autonomy, whilst numerous reforms are set down for other Christian provinces.

It is not yet arranged whether the indemnity is to be a pecuniary one, or whether it will be exacted by cession of territory or otherwise. An Ulterior Agreement is to be made for the protection of Russian interests in the Straits and Dardanelles.

Sir Stafford Northcote said that these conditions would destroy the keystone of south-east Europe and moreover would affect European and British interests.

A separate treaty between Russia and Turkey was inadmissible, and a European Conference was required.

Austria agrees with England, but possibly Russia would be paramount at such a Conference. The extra six millions he said were required as a vote of confidenc in the Government, and as a means of giving England suitable prestige at the Conference.

The order for the entry of the British fleet into Dardanells, had been rescinded, because Russia and Turkey both agreed that the question of passage of the Straits should be referred to the Conference.

The House approved an adjournment of the del... til Thursday.

Latest advices state that the Russians are a... towards Constantinople.

London, Ja...

Russian troops have arrived before Tcholu, ab... miles from Constantiople, and on the line of railw... The town has been evacuated by the population.

The Russian headquarters has been transfer... Adrianople. The Russians are marching against Gu... urdjina, situated near the shores of Gulf of Lagos.

☞ *Printed and published by C. N. Roy, No. ... Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

Fuller cases are constantly taking place at Rangoon. A European at Rangoon, by name Kelly, has been sentenced to nine months' imprisonment for kicking a Native who died shortly after. The *post mortem* examination showed, as usual, rupture of spleen.

——000——

The Rajshye College was opened on the 26th instant, Saturday, with great *eclat* by Lord Ulicke Browne. There was a brilliant gathering and speeches made by his Lordship and Raja Promotho Nath of Dighapatia. The College owes its existence to the munificence of the Rajas of Dubalhati and Dighapatia, the former of whom paid the incredible sum of a lac and twenty five-thousands, and the latter the still more incredible sum of a lac and half!

——000——

The *Pioneer* gives a hint that the Government has not squared its account with Sir Salar Jung by dismissing his Private Secretary, Mr. Oliphant. Dark hints are thrown out by our contemporary that greater troubles are yet in store for the Court of Hyderabad. We have not, however, been able to ascertain the crimes committed by that Court against Government; on the contrary, it is universally known that the British Government owes a debt of immense gratitude to the said Court, and in short, it is believed, that the English nation could never have obtained a permanent footing in India in those days of trading, if the Nizam had not unswervingly supported them.

——000——

We hear that a scheme has been sketched out, and is now under the consideration of the Government of India, for the constitution of a Native Civil Service, very much on lines laid down by His Excellency the Viceroy last year in his speeches at the Imperial Assemblage and Convocation of the Calcutta University. We are told it proposes that a certain precentage of the posts, now held by the Covenanted Civil Services, as well as a certain number of important posts, hitherto uncovenanted, shall be preserved for the new service, the status of which shall be assimilated to that of the present Covenanted Civil Service of India.

——000——

So after seven years of incubation the Government, it is said, is at last at the point of launching into the world its scheme for the admission of natives in the Civil Service. It is further said that the Lieutenant Governor of Bengal has nominated the younger brother of Darbhanga to a post. This is a very shrewd way of defrauding the people of the boon offered to them. If it is sincerely meant to give the boon, let it be given honestly without a grudge; if it is not so meant let it be told boldly; these miserable tactics serve no useful purpose whatever. What we really want is some opening for the deserving, and some good influential officers conversant with the feelings of the people, who will do justice, according to the notions of the people, and keep the Government aware of the real state of affairs in the country.

——000——

It is said that the system of trial by jury does not flourish here. No wonder if the juries are bullied in the way they were done by Mr Justice Cunningham on Monday last. We know of one instance where the jurors were subjected to a cross examination by the presiding Judge, because he was not satisfied with the verdict which was for acquittal. The Judge asked them how could they come to such a monstrous verdict as that, and then entered into a hot discussion with them. Whenever there is a difference of opinion between Judges and Juries here, the former will be found almost invariably in favor of conviction, the latter that of acquittal. In a murder case the jury returned a verdict which did not satisfy Mr. Justice Cunnigham. He asked them to try again. They gave their verdict a second time. They were again asked to try a third time with the same result. Another chance was then given them, and this was the fourth. They adhered to their verdict, which the Judge thought was equivalent to a verdict of guilty, and the counsel for defence that of not guilty.

——000——

When some members of the enlightened ruling race express a horror of indignation at our lying propensities, we hide our face in shame and confusion. But how is the conduct of the correspondent of the *Times* to be characterized, who telegraphed home on the 28th ult., the information that, "the Press unanimously approve the financial measures proposed by the Financial Secretary."? This is an incorrect statement, but the mischief is, the correspondent not only knew it to be incorrect, but also that it was a fiction fabricated by him. Let us see. The Financial measures were proposed on the 27th ultimo in the afternoon, and telegraphed on the ... India could pronounce a definite opinion upon them. But we are literally astounded to see the Lieutenant Governor himself making the same statement and urging that as a ground of hurrying the bills!

——00——

Sir George Campbell in a letter asks permission of the *Times* "to express without delay my most bitter disappointment that the additional taxes now proposed, again fall exclusively on the poor, and leave untouched the rich and noisy classes who now a days make and unmake Indian reputations. The trades tax is not to exceed £1 on any individual or company, which in practice not only exempts all the larger men, but very much benefits them, since it goes far to hinder the competition of petty men. A trades tax is fair enough, but in the limited shape in which it is now applied it yields a sum very insignificant for so great an empire. On the other hand, it must to some degree have a bad effect in keeping out of the field the small ryot, who, not yet a regular trader, so far rises above his fellows as to do some petty business in his village, and one cannot doubt that when petty trading is limited and taxed the petty trader will recoup himself from his petty customers." In our memorials and newspaper articles much ability and learning have been shown, but we believe, it has not been adequately represented how monstrous is the iniquity of taxing families with an income of Rs. 4 per month. Every native of India ought to protest against this infamous attempt of entangling men under the meshes of Government taxation, who deserve on the contrary Government relief.

——000——

The works of the Albert Temple of Science have fairly begun. The students have cheerfully taken the tools in hand, and the fears once expressed by the late head of the Education Department, that no High caste boys would ever condescend to serve in the workshops, have been proved groundless. Only one class has been opened now, that of Mechanical Engineering, and it is proposed to open a class for Agricultural and Manufacturing chemistry as soon as the former is thoroughly organised. The schooling fees have been fixed at Rs. 3 per month for the Mechanical Engineering class. Students who have read up to the Entrance course at least are admitted. Theoritical instructions will be given in (1) Arithmatic whole course, Algebra up to Logarithms, Trigonometry solution of triangles. (2) Estimating of Wood and Iron works; (3) Physics and Mixed mathematics, Properties of Matter, Statics, Dynamics, and Pneumatics. (4) Natural and Experimental Science, Heat, Electricity, and select portions of Chemistry. (5) Mechanism, Motion, advantages and uses of Machines, simple machines, modification of motion, accumulation and regulation of motions &c., &c., (5) Mechanical Processes, Lectures on Forging, Tempering, Casting and Work in Sheet Metal, Hand and Machine Tools. (7) Manufacturing Porcesses by the help of models (8) Drawing, Geometrical, Mechanical, Isometrical, and designing and drawing of Machines. In the Workshop, instructions will be given in Carpentry, Forging and Rivetting, Filing, Moulding, and other Foundry Work, working at the Lathe, and Drilling, Planing, Slotting, Shearing and Punching machines. Engine fitting and the repair and construction of machinery.

——0——

IS IT INCREASING OR DECREASING?

Sir John Strachey made two distinct statements in his speech. One is that every endeavour was being made to reduce expences in the Civil department; and the other is that the Civil expenditure of the country is already very low. But let us take a very simple item in our finance and see whether it tallies with the statement of the honourable member. The item we allude to is the Administration charges of the Indian Government itself as they stood in the years 1867-68, and 1874-75 respectively.

Items of Charges	1867-68 £	1874-75 £
Legislative Dept.	5,768	15,930
Foreign Dept.	21,016	22,145
Agricultural Dept.	0	18,662
Translator's Dept.	0	1,152
Military Dept.	27,890	30,500
P. W. D. Dept.	26,527	34,156
Commissioner's	0	3,852
Comptroller's Dept.	23,478	24.984
Acct. Genl's. Dept.	6,729	13,750
Bank of Bengal	14,163	17,277

It is true that retrenchments were effected in certain departments, yet the charges have increased 33 per cent on the whole, the total of 1867-68, being £157,818, and that of 18-74-75 being 201,129.

The statement that the Civil charges of the Empire are absolutely low, must be next examined. We shall begin with the allowances made to the Civil servants. The Civil Service is the best paid service in the whole world, and this is universally known. It is also universally known that India is the poorest country upon earth. The poorest country ... in the world ... no, not even such ... John Strachey were to say so. But it is ... nerally known the other special advantages enjoyed by these heaven-born importations, at the cost of the rate-payers. These advantages we call special, because never perhaps in the history of the world were such advantages enjoyed by any service in any country.

We shall begin with the new Leave Rules. On this subject we had previously to write and we shall only recapitulate what we said then. Previous to July 1868, it was a misfortune to avail of the furlough rules and they served as a check upon the home-going proclivities of the European officers. They never got more than £500 per annum while on leave and had to resign their substantive appointments. Practically they were dismissed and on their return had to be provided for again. So an officer holding an excellent post had the chance of beginning his carrer anew. This was in itself sufficiently deterrent in its effect, but there were other stringent provisions which entitled the officers to only two furloughs after 15 years' service. But in 1868 a committee was appointed to frame new rules on the subject. The committee was composed of civilians only and they did not then evidently forget the first law of nature in framing the rules.

Under the new rules their maximum allowance was increased to one thousand per annum, the minimum allowance remaining the same, that is five hundred. They did not lose their substantive appointments, but reverted to their former posts, after the expiration of their leaves. There were other favorable provisions which entitled them to avail of two furloughs after eleven years's service, one after a service of seven years, another after four. Other provisions, extremely liberal, encouraged these men to avail themselves of these rules as often as they liked. For instance, previously it was abosolutely necessary to perform a service of seven consecutive years before one was entitled to a furlough, but under the new rules, any man could avail of it on shewing a medical certificate.

The provision of allowing these absentee officers to retain their substantive appointments brought to the surface another crop of injured Civilians. These were the Juniors, who found that their promotion was stopped if the Seniors retained their appointments, and they also naturally began to clamour. It was necessary to stop their clamour too and they got liberal acting allowances, and thus reaped all the advantages of a promotion. It will be seen that these rules had the effect of burthening our revenues enormously. They were at first introduced for the benefit of the Senior Civilians at the ... of the tax-payer. But the Juniors wanted their share and it was necessary to satisfy them also. The pocket of the tax-payer was again touched to keep them in contentment. Here one may be disposed to ask the question, was India worse governed than it is now? Are the present class of Civilians a better class of men than the older? In what way have these rules been beneficial to those who are to pay and therefore the party most interested?

But when one wrong is committed, another must be done to cover its evil consequences. When the Senior Civilians were benefitted, came the Juniors who had their share of the spoil. And when both these were satisfied the European uncovenanted servants began to complain. This time the Home Government shewed some spirit and did not undergo any risk to shew it. These officers could not exercise their influence over the Secretary of State as they could over the Indian Government, and the State Secretary found it more easy to disallow their claims for a liberal furlough provision. Probably he was alarmed too and did not know where the matter would end. As soon as one class was satisfied, another class came forward and he was devoutly wishing to beat a hasty retreat if that was possible, But the Indian Government again and again pressed the matter to the the favourable consideration of the Home Goverument, and the Duke of Argyll was at last obliged to make a partial concession in favour of certain uncovenanted servants.

The matter however came to be decided in these ways. His grace ruled that the Uncovenanted Service *should be reserved for the natives of the country* and so furlough rules were not necessary for officers of that Service. But if there were s... posts, which the natives were not fit to hold, a... which it was therefore necessary to fill up by m... indented from England, there alone such m... should be admitted to the favorable rules. The Government of India again demurred and admitted that "nearly all the offices in the Uncovenanted Service are such as may, under certain circumstances, be fitly held by natives and that, consequently, if we were to adopt a principle of selection, which would be most in accordance with the instructions received by us, the logical conclusion would be that no members of the service should be admitted to the favorable rules." In short, the directions of the late Secretary of State were such that they availed little and practically bound the hands of the Government. They were permitted to admit only those to the favorable rules who filled posts which could not be "fitly held by natives." But the Government knew and admitted that, nearly

...ated Service ...d so under the ... admit one to the ...vorable rules. The Government of India therefore prayed for less rigid rules for the benefit of those whom it undertook to befriend.

The Duke was then gone and Lord Salisbury ruled in his stead. His Lordship therefore in his despatch of the 10th February, 1876, gave the relief which was sought for. His Lordship concurred in the views of his predecessor that the uncovenanted service officers should be reserved for the natives of the country—services which they can fitly hold. He admitted only those to the favorable rules (1) who were appointed in England and (2) who were appointed in India with the sanction of the Secretary of State. The following officers were therefore immediately admitted to the more favorable Leave Rules :—

The 247 Officers, under the Government of India, included in Section D.

The 30 Officers, under the Government of India, included in Sub sections 4 and 6 of Section E.

The 20 Officers, under the Government of Madras, included in Sub-section 2 of Section B.

The 19 Officers, under the Government of Bombay, included in Sub-section 2 of Section C and four Forest officers in Sub-section 1 of the same Section.

The 10 Officers, employed in Mysore, included in Section I.

The Educational Officers, the Officers of the Marine Department who have served in the Indian Navy or Bengal Marine, and the Medical Officers named in the lists transmitted by you.

The three Medical Officers of the Persian Telegraph Service, as recommended in your Financial letter dated the 30th February, 1875, No. 79.

Thus by one stroke of the pen about 400 European officers were admitted to the privileges of the heaven born. This was the third wrong committed to cover the evil consequences of the first. Do you know what this admission of about 400 officers to the privileges of furlough rules means? It is a trifle loss of good many lacs per annum to us!

——ooo——

ENGLAND'S RESPONSIBILITY.

The intelligence that "the British Mediterranean Squadron has entered the Dardanelles, but will withdraw directly to Besika Bay, where it remains till further order" as telegraphed by Reuter, represents accurately the vacillating policy of England in the Eastern question. Today England is a raging lioness, tomorrow a sucking dove. Today a peace-monger, tomorrow she asks for 6 millions for her navy and army. Today she professes love for her Russian ally, and tomorrow takes to mourning on account of the Russian victories. Today she boasts that, if she ever unsheaths her sword she will not stop till she has conquered the universe, tomorrow she receives rather complacently the insult of the Russians. Does any definite policy underlie these different moods which the Imperial country presents? The past traditions of the country would seem to suggest that the deep and profound politicians of England are only dallying with the feelings of the world. But the last move of these leaders of the ruling country have dispelled that illusion altogether.

Is it after all a fact that England means nothing, that she has no policy whatever of her own? But whether England means anything or not, the result of her policy has been disastrous in the extreme. She has hopelessly ruined herself and brought untold disastars upon myriads of mankind. It is quite plain now that England could have prevented these disasters by a determined policy, whatever that policy may have been. If she had joined the Turks, Austria might or might not have joined her, but it is clear now that, the Russians would have not ventured upon war. In that case Russia would have again attempted to do, by harmless diplomacy, what she is now doing by rapine and bloodshed. Perhaps England would have joined the Turks, if she knew what extraordinary fighting powers they possessed. But while Ignatieff made the most of his opportunities, the blind British Ambassador ceased not to urge, that the effete Turks, if not put an end to by others, would die of themselves. England shrank from the war, as she thought that the whole brunt of fighting would fall upon her, the Turks flying at the first shot. The consequence is, Turkey is no longer a barrier to Russian ambition but is likely to prove a useful ally to that Empire.

If, on the contrary, the English had joined the Russians, the Turks would have never ventured to fight. They would have yielded to the conditions imposed upon her by the conference, and the integrity and independence of Turkey thus maintained. For, be it known that the Russians in the beginning only demanded the good Government of Turkey's Christian population and nothing more. But the so-called "conditional neutrality" of England ruined all. England refused to aid Turkey, but somehow or other managed to impress upon the Turks that they would at last get assistance if they persisted. Only the other day, the Constantinople correspondent of the *Daily Telegraph* who had the honor of an interview with the Sultan, informed the world that His Imperial Majesty still entertained a hope of obtaining aid from England. So the struggle was protracted, and Russia finds herself strong enough to obtain a pledge from Turkey to keep the terms of peace concealed from the world until it is concluded.

Did not the British ... the "British interest... not some important British interests in the keeping of the Sultan of Turkey? Is not the Strait of Dardanelles included in the list of British interests? Egypt and the Suez cannal? Now suppose the Sultan makes over these British interests to the Russians. That some of these interests will be made over, there is no doubt, and if it is done. England will be made aware of the fact after the thing is done. The consequence will be that England will have to go to war at last, or proclaim herself a bully, incapable of defending her own interests, interests which she pledged to defend. If she chooses the first alternative she will have at last to fight with Russia, not only single-handed, but with Russia and Turkey combined.

But even if the war can be averted, the outlook for India and England will not be bright. The interests of the two countries are so indissolubly blended together that, like the Burmese twins, if one suffers, the other cannot escape the suffering. A great war in Europe between England and Russia is almost as great a misfortune for India as it would be for England. It is true such a war may revive our indigenous manufactures, and develop some of our export trades, but then it will take away from us lacs upon lacs of fighting men to cold countries where their bones will whiten foreign lands. This is not an agreeable prospect, but the great mischief of such a war would be the insecurity of property, and something like anarchy in the land. It would at least stay progress for an indefinite period.

But if the war can be averted for the present, India will have still sufferings of her own. The entire body of the Mussalman population of India, our fellow subjects and fellow countrymen, are in the deepest mourning just now. This is no doubt a matter of feeling, and feelings ought not to be utterly disregarded. But then we apprehend serious dangers from the fall of the Turkish power. Turkey humbled, we expect to see the theatre of action transferred from Turkey to Cabul, where another Ignatieff will be posted to bring about a rupture between that power and the Government of India. Cabul will be the Asiatic Servia to whom Russia will, as usual lend her men and money. While doing this she will now and then disturb the simple Princes and people of India by her cries of sympathy for their fallen condition She will weep over and hug every one of India and shed bitter tears of sympathy for them, and thus do all she can to wean them from their allegiance to England.

Aware of all these future complications, the Government of India has already determined upon a strong frontier policy. But yet for all that, the people of India will not have a happy time of it. While the Russians will intrigue beyond our frontiers, these will be met by counter intrigues on our side, and the whole energy of the Government, which is now devoted for internal administration will be diverted into another channel. A strong frontier policy means lavish expenditure of money, and the Government will increase the army estimates enormously. The people will be under constant anxiety not only from the fears of a sudden Russian attack, but the suspicions of their own Government. The Arms Bill has not met with general approval, but then the suspicious Government will try to force upon the people many more such bills. All these we apprehend, and it is quite evident, apprehended by the Government itself and all these have been brought about, because England had not the heart to say yes or no, when either yes or no would have served our purpose equally well.

——ooo——

THE N. W. FRONTIER ADMINISTRATION.

The growing importance of the frontier politics, their gradual merging into one great Central Asian question, and so into the Imperial policy of the British Government, must be admitted by all. This importance has been greatly enhanced since the advance of the English army in Khelat. Some administrative change on the frontier has thus become absolutely necessary. In February, 1876 the Secretary of State addressed a despatch to the Government of India on the subject of the administration of the frontier, and "the changes which, under existing circumstances, seem necessary for the purpose of ensuring unity of action in the Government of the western and north-western frontier of India." In this despatch the Secretary of State reviewed the past administration of the frontier, and the evils which had arisen from the dual system of Government. In so doing, he dwelt strongly on the necessity for unity of action, and for bringing the whole frontier under the direct control of the Government of India. On the 7th of April the Government of India replied to the above mentioned despatch, expressing their unanimous opinion that the transfer of Sindh from Bombay to the Punjab is desirable both on political and administrative grounds; but deprecating any arrangement involving the severance from the Punjub of the frontier districts now under its control.

On the 13th of July the Secretary of State expressed, in reply, his satisfaction at finding his ... opinion as to the futu... tion of the frontier, till the Viceroy had personally inspected the localities, and consulted the officers concerned. The autumnal tour of the Governor-General, the Delhie Assemblage, and the urgent calls of the Bombay and Madras famines prevented Lord Lytton to take immediate action in the matter. His Lordship, however, managed to collect the detailed information requisite for a practical decision of this question, and wrote a Minute on the subject in April last, which, being approved of by the Government of India, was forwarded to the Secretary of State for final disposal.

Keeping in view the main principles laid down by the Secretary of State, *viz.*, unity of action, and direct control by the Government of India over the frontier policy, Lord Lytton had practically the choice between three courses-1*st*, having severed Sinh from Bombay, and rectified its northern boundary, to form it into a separate province, directly under the Government of India; 2*nd*, to attach Sindh to the Lieutenant-Governorship of the Punjab, either retaining its autonomy, or merging it entirely in the Punjab; 3*rd*, to form a separate Trans-Indus district, under one head who, as the Viceroy's representative, would directly control all frontier administration and trans-frontier relations. He condemns both the first and the second courses, but approves the third.

Regarding the first course Lord Lytton is of opinion that the dual system of Government would remain as before, with no better guarantee against the recurrence of similar complications. As to the second he briefly states that "the addition of Sindh to the Punjab would extend and continue an anomalous and most inconvenient system of frontier administration; without giving us any greater guarantee than we have at present for unity of action in the most important of our frontier relations, unless the Government of the Punjab be simultaneously invested with a wider control than it now exercises over those relations, and to give it such control would involve the sacrifice of one of the principal objects of any change on the present system, *viz*, the more direct administration of the whole frontier by the Government of India. Moreover, by the addition of a large district to his already heavy charge, the Lieutenant Governor would be able to devote less time than ever to the study and management of these politics." The third course he recommends the Secretary of State to adopt.

Lord Salisbury sends a despatch dated the 29th Nov. last, in reply to the Minute of the Governor General. He recapitulates the recommendations of the Indian Government which are that the frontier, or Trans-Indus, districts of the Punjab and Sindh should be formed into a separate frontier Government, administered under the direct control of the Government of India, by a Chief Commissioner and Governor General's Agent at Peshwar; that this officer should be charged with the general conduct of all the frontier and trans-frontier relations; that he should be provided accordingly with subordinate officers at Peshwar and Jacobabad, the latter having the special charge of the administration of the lower frontier, and the relations with Beloochostan; and that the Sindh and the Punjab frontier forces should be amalgamated, and placed under the Commander-in-Chief in India, retaining, however, their local and special character, but becoming interchangeable within the limits of the frontier Government. He then acknowledges the cogency of the arguments which Lord Lytton advances in support of his views, but he thinks that both the objects in view *viz.*, the relief of the Lieutenant Governor of the Punjab, and the more effective control by the supreme Government of frontier policy, might be adequately secured by a less extensive change. Any unnecessary disturbance of the administrative arrangements is, according to him, distasteful to the people of India, and open to many practical objections and a large change can seldom be effected without considerable cost, which is to be deprecated at the present time. In lieu, therefore, of the proposals of the Indian Government, the Secretary of State sanctions the adoption of the following measures:—

(*a*) The Trans-Indus districts of the Punjab and Sindh to be divided into two divisions, taking the dividing line at the point where the Belooch gives place to the Pathan.

(*b*) A Commissioner to be appointed over each division by the Viceroy, but in respect to all internal affairs, to take his orders from the Punjab Government.

(*c*) The Northern Commissioner to be styled Governor General's Agent and Frontier Commissioner to receive the salary of a Chief Commissioner; and upon all external matters, i. e., matters concerning those who are not subjects of Her Majesty, to correspond with the Viceroy direct and be the superior of the Southern Commissioner, who upon those matters will correspond with him alone.

(*d*) The Forontier Forces for the present at least to be under the orders of the Governor General's Agent, not under the orders of Commander-in-chief.

The settlement of minor questions such as the residence of the Frontier Commissioner, or the number of Deputy Commissioners, or any of the military details is left with the Indian Government.

——ooo——

ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ইলে রুশিয়ার আসিয়াতে যে আধিপত্য আছে তাহা অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি হইবে। আমির একেইত রুশ-দিগের পক্ষপাতী তাহা হইলে তিনি রুশদিগের শরণাগত হইবেন। সুতরাং যে রুশিয় সৈন্য ইউরোপ এবার দগ্ধ করিল তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারে এবং যে যুদ্ধের ভয়ে বীর প্রসবিনী ও অতুল ঐশ্বর্য্য-শালী ইংলণ্ড এবার ভীত হইয়াছেন ভারতবর্ষের হয় ত সেই রূপ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইবে। বিধাতা না করুন, কিন্তু যদি ভারতবর্ষ এই রূপ বিপদে নিক্ষিপ্ত হয় তখন ইংলণ্ড আমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন তাহাই বা কে জানে?

—০০—

গবর্ণর জেনারেল সিন্ধু নদীর উত্তর পার হইতে ভারতবর্ষের সীমা পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র একটী প্রদেশ স্থাপন করিয়া উহা এক জন চিফ কমিশনারের অধীন রক্ষা করার প্রস্তাব করেন। এই প্রদেশটি তাঁহার মতে সাক্ষাৎভাবে গবর্ণর জেনারেলের তত্ত্বাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। এখন এই প্রদেশটী পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীন আছে। ষ্টেট সেক্রেটরি গবর্ণর জেনারেলের মতের পোষকতা করিয়া তৎসম্বন্ধে এই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন যে, এই দেশটি এক জন চিফ কমিশনারের অধীনে রক্ষিত না হইয়া দুই জন চিফ কমিশনারেরর অধীনে রক্ষিত হইবে। ইহার এক জনের উপর আর এক জনের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, আবার সকলের উপরে গবর্ণর জেনারেলের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। ষ্টেট সেক্রেটরি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে কেবল গোল্‌যোগের বৃদ্ধি হইবে না, ব্যয়েরও বৃদ্ধি হইবে।

——০০——

লণ্ডন টাইমসের কলিকাতাস্থ সংবাদ দাতা কে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ইনি ভদ্রলোক হইয়া কিরূপে অমূলক সংবাদ সকল প্রেরণ করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ষ্ট্রাচি সাহেবের ট্যাক্স সংক্রান্ত বক্তৃতা হইয়া গেলে এই সংবাদ দাতা টাইমস পত্রিকায় সংবাদ পাঠান যে, দেশ সমেত লোক উহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইডেন সাহেবও এই অমূলক কথা গবর্ণর জেনারেলের সভায় অম্লান বদনে বলেন। ইডেন সাহেব কি করিয়া এই সম্পূর্ণ অমূলক কথা বলেন তাহা যখন আমরা চিন্তা করি তখন বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হই। তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে তিনি এখন সামান্য ইডেন সাহেব নন, তিনি বাঙ্গালার গবর্ণর। আর চারি বৎসর পরে অর্থাৎ যখন ইডেন সাহেব বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন তখন তিনি, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন, তাহাতে কারো ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু বাঙ্গালার গবর্ণরী পদে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার সতর্কের সঙ্গে কথা বলা কর্ত্তব্য। যে লাইসেন্স ট্যাক্স লইয়া বাঙ্গালায় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে এবং কিছু দিন পরে যাহার কার্য্য আরম্ভ হইলে কান্নার রোল উপস্থিত হইবে, সেই লাইসেন্স ট্যাক্স শুদ্ধ ইডেন সাহেবের ঐ কথার জন্যে হইল। ষ্ট্রাচি সাহেব ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলেন। ষ্ট্রাচি সাহেব বলেন যে লাইসেন্স ট্যাক্স সম্বন্ধে অন্ততঃ কতক পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যখন ইডেন সাহেব বলিলেন যে উহাতে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন তখন আর কোন পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন করে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইডেন সাহেব আমাদের রক্ষক না ভক্ষক?

—

রুশিয়রা অতি দ্রুতবেগে কনষ্টান্টিনোপোল অভিমুখে গমন করিতেছে। তাহারা সরলু নামক সহরে উপস্থিত হইয়াছে। এই সহর কনষ্টান্টিনোপোল হইতে ৫০ মাইল দূরে। যদি রুশিয়ানরা বিশেষ কোন বাধা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তাহাদের কনষ্টান্টিনোপোলে প্রবেশ করার সম্ভাবনা। কিন্তু শুনা যাইতেছে যে তুর্কেরা সহজে রুশ সৈন্যদিগকে কনষ্টান্টিনোপোল অধিকার করিতে দিবে না। যদি ইহা প্রকৃতই হয় তাহা হইলে আবার রক্তের স্রোতে তুর্ক রাজ্য প্লাবিত হইবে। ইংলণ্ড বারম্বার প্রকাশ্যরূপে

রুশেরা আড্রিয়া-

নোপল অতিক্রম করিলেই তিনি তুর্কির সাহায্যে অস্ত্র ধারণ করিবেন। সেই রুশিয়ানেরা প্রায় কনষ্টান্টিনোপোল ধরং করিয়াছে, অথচ ইংলণ্ড এখন পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। তুর্কি মরিয়া গেলে তাহার শ্রাদ্ধের সময় কি ইংলণ্ড তাহার সাহায্য করিবেন?

—০০—

এবার রুশিয়ানেরা আর্ম্মেনীয়ার যে অংশ অধিকার করিয়াছেন তাহা যে তাহারা পরিত্যাগ করিবেন না তাহার প্রমাণ তাহারা এখনই তাহাদের কার্য্য দ্বারা প্রদান করিতেছেন। তাহারা কারস্ এবং কালডির নামক দুটি প্রদেশ রুশিয়া রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এখানে তাহারা রুসিয়ান আইন কানন প্রচলিত করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে যাহারা রুসিয়ানদের আইন অনুসারে না চলিবে তাহারা শাস্তি পাইবে। জেনারেল গপকো এই প্রদেশের গবর্ণর হইয়াছেন। এখানকার প্রতি নগর ও প্রতিগ্রামে রুশিয়ান কর্ম্মচারীরা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং তাহারা সর্ব্ব সাধারণকে বলিতেছেন যে সুলতানের রাজ্য গিয়াছে, এক্ষণ রুশ সম্রাটের রাজ্যে তাহারা বাস করিতেছে।

—

মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড় গাছীর উদ্যানে ২৬শে মাঘ হইতে ৩০শে মাঘ পর্য্যন্ত হিন্দু মেলার কার্য্যারম্ভ হইবে। ঐ দিন মেলায় নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইবে। এতদ্ভিন্ন বাগবাজারের ঘাটের নিকট নৌকার বাচ হইবে। আমরা ভরসা করি এবার মেলায় বিস্তর লোক উপস্থিত হইবেন।

—

ইংরাজেরা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন এবং এই নিমিত্ত ছয় কোটি টাকা ব্যয়ের আবশ্যক। সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্টে পার্লিয়ামেণ্টের মঞ্জুরের নিমিত্ত তথায় উহার বিল উপস্থিত করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

যোগবাশিষ্ঠ বিতরণ (পূর্ব্বখণ্ড)

অনেকানেক ব্যক্তি যোগবাশিষ্ঠ অধ্যয়নে সমুৎসুখ থাকিলেও ব্যয়বাহুল্য প্রযুক্ত স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না; আমি তাঁহাদিগের সুবিধার্থ কেবল ডাকমাশুল ও দুই জন সরকারের বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ খরচা অর্থাৎ সর্ব্ব সমেত ২৲ দুই টাকা মাত্র লইয়া আমার প্রকাশিত যোগবাশিষ্ঠের বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি স্থিতি ও উপশম এই পাঁচ প্রকরন পাঠক বর্গকে বিতরন করিব। যাঁহাদিগের প্রয়োজন তাঁহারা অদ্য হইতে ৩০ শ দিনের মধ্যে অগ্রিম ২৲ দুই টাকা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন; অগ্রিম ২৲ দুই টাকা ভিন্ন কলিকাতা বা বিদেশীয় কাহাকেও পুস্তক দেওয়া যাইবে না। ডাকষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ২ দুই টাকায় /১০ আনা অতিরিক্ত কমিশন পাঠাইবেন। যাহার ত্রিস দিনের মধ্যে অগ্রিম ২ দুই টাকার সহিত আবেদন করিবেন। তাঁহারাই পুস্তক পাইবেন, পরে কাহারও আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। ইতি তারিখ ১৯ মাঘ। সন ১২৮৪ সাল।

কলিকাতা বাগবাজার রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট ১৬ নং বাশিষ্ঠ যন্ত্র। } শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। যোগবাশিষ্ঠ প্রকাশক।

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তারের সম্বাদ।

২২ শে জানুয়ারী। রুশিয়ানরা এড্রিওনোপল গ্রহণ করিয়াছে। রুমিলিয়ার অধিবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। তত্রত্য লোকদের ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। রুশিয়ানদের সন্ধি সম্বন্ধে যে জনরব উঠে তাহা অমূলক। লর্ড ডার্বি পুনরায় তাহার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে টাকা কর্জ্জ করিয়া পাবলিক ওয়ার্ক নির্ম্মাণের কি রূপ সুবিধা হয় তাহা জানিবার নিমিত্ত লর্ড জর্জ হামিলটন যে কমিটী সংস্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহা স্থগিত রহিল। কমনদিগের মধ্যে নোয়েল সাহেব ব্রিটীশ সৈন্য কর্ত্তৃক কোয়েটা গ্রহণ বিষয়ক সম্বাদ দিয়াছেন। আণ্ডার সেক্রেটরি বলিয়াছেন যে আর এক দল সৈনা কপে যাইতেছে।

২৩শে।

করেন যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ... টেলিগ্রাফ করিয়াছেন যে সুলতানন সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত হইয়াছেন এবং মহারাণী ভরসা করেন যে রুশ সম্রাট সত্বর যুদ্ধ বন্দ করিবেন। যুদ্ধ স্থল হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে জেনারেল গোরকো সলিমান পাশাকে রোডোপ পর্ব্বতের অভ্যন্তরে বিতাড়িত করিয়াছেন। এই যুদ্ধে তুর্কিদের পক্ষে সাত হাজার সৈন্য আহত হয় এবং ৪৯টী তোপ রুশদিগের হস্তগত হয়। মহম্মদ পাশার অধীনে যে সকল তুর্ক সৈন্য আছে তাহা এড্রিয়ানোপোলের পূর্ব্ব দিকে কারক্লিশা নামক স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। সন্ধিস্থাপনের কথাবার্ত্তা হইতেছে। গ্যালিপোলিতে রুশিয়ানরা আসিতেছে এরূপ জনরব হওয়ায় তথাকার লোকের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সলিমান পাশা সমুদ্র তীরস্থ কাবলা নামক স্থানে পৌছিয়াছেন।

২৪ শে। রুশিয়েরা কেশন নামক স্থানে পৌছিয়াছে এবং শনিবারে গেলিপোলিতে পৌছিবে এই রূপ জন রব। গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস কিসানলিক হইতে আগামী কল্য আড্রিয়ানোপোলে গমন করিবেন। সেণ্টপিটার্স বর্গের সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ইংলণ্ডের সঙ্গে রুশিয়ার যেরূপ মনান্তর হইবার সম্ভব হয় তাহা অন্তর্হিত হইতেছে। তুর্কি পার্লিয়েমেণ্ট শীঘ্র শীঘ্র সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন, তবে রুসিয়া যদি কঠিন নিয়মে সন্ধি স্থাপন করার প্রস্তাব করেন তাহা হইলে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করার সংকল্প করিতেছেন। সন্ধি স্থাপন করিবার পূর্ব্বে সুলতানের কি কি নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহা তিনি রুশিয়ার নিকট হইতে অবগত হইয়াছেন। এই নিয়ম গুলি ভারি কঠোর! ইহাতে যুদ্ধের ব্যয়ের নিমিত্ত সুলতানের বিস্তর অর্থ দিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত সুলতান এই অর্থ না দেন সে পর্য্যন্ত রুশিয় গবর্ণমেণ্ট তুর্কি রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন. এই রূপ রাষ্ট্র যে রুশিয়েরা গেলিপোলিতে গমন করিবে না এবং যদি তুর্কি এই স্থানে সুশিক্ষিত সৈন্য রক্ষা না করে তাহা হইলে তাহারা এই স্থান আক্রমণ করিবে না।

২৫ শে। প্রকাশিত হইয়াছে যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ভূমধ্য সাগরের রণতরীর অধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিয়াছেন যে রুশিয়রা যদি গেলিপোলি আক্রমণ করে তাহা হইলে তিনি গেলিপোলি রক্ষার নিমিত্ত তথায় এবং মাণ্টা দুর্গে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। সুলতান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যত দিন রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন সমাপন না হইবে তত দিন উহার নিয়ম সকল তিনি প্রকাশ করিবেন না।

২৬ শে। কনেষ্টেণ্টিনোপোল হইতে তারে সম্বাদ আসিয়াছে যে সুলতান জানেন না যে আর্ম্মিসটিস অর্থাৎ যুদ্ধ স্থগিত পত্র উভয় পক্ষীয় দ্বারা স্বাক্ষরিত হইতেছে কি না। রুশিয়া কি কি নিয়মে সন্ধি করিবেন তাহা প্রকাশ না হয় এই রূপ তুর্কি পার্লিয়েমেণ্টে ব্যক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর কোন কথা প্রকাশ হয় নাই। রুশিয় হেডকোয়াটার কাজনলিক হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে। তুর্কি কমিশনার সিবার ও নামক পাশা এই সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছেন।

২৭ শে। হাউস অব কমান্স ষ্টাফেড নর্থ কোটের নিকট জিজ্ঞাসা করাতে তিনি প্রকাশ করেন যে জল পথ অবরোধ না হয় এবং ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত গত বুধবারে ভূমধ্য মহাসাগরে যে রণ তরী আছে তাহা ডডিনেলিসে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আজ্ঞা দেওয়া হয়, কিন্তু গত রাত্রে প্রকাশিত হয় যে রুশিয়া সন্ধির নিয়ম সমুদ সুলতানের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং রণ তরীর অধ্যক্ষকে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে তিনি ডার্ডিনেলিসে প্রবেশ না করিয়া তাহার মুখে থাকিবেন। লর্ড বিকন্সফিলড জিজ্ঞাসামতে প্রকাশ করেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ডার্ডিনেলিসে রণ তরী প্রেরণ করার পূর্ব্বে অপর রাজাদিগকে অবগত করেন যে ইংলণ্ডের কোন পক্ষে যাওয়ার ইচ্ছা নাই।

২৮ শে। আড্রিয়ানোপোলের দক্ষিণ ২০ মাইল ডিমোটিকা নামক স্থানের ও কনেষ্টেণ্টিনোপোলের মধ্য স্থলে একটি যুদ্ধ হইয়াছে। অদ্যাপি আর্ম্মিসটিস সম্পন্ন হয় নাই।

২৯ শে। কনেষ্টেণ্টিনোপোল হইতে ৫০ মাইল দূরে এবং রেলওয়ের উপর সরলু নামক স্থানে রুশ সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে। এখানে যাহারা ছিল তাহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে। রুশিয় হেড কোয়াটার আড্রিওনোপোলে আসিয়াছে। রুশিয়রা গুমাড জিনা নামক স্থান আক্রমণার্থে তথায় গমন করিতেছে। গুমাড জিনা লাগোমা উপসাগরের উপরস্থিত। রুশিয়রা কনেষ্টণ্টিনোপোল অভিমুখে গমন করিতেছে।

সংবাদ।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে, লেফটেনেণ্ট গবর্ণর দরভাঙ্গার মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কবেনেণ্ট সিবিল সরবিসে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়াছেন। ইডেন সাহেব এই কার্য্যটী করিতে পারিলে তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর হইবে।

—হাইদ্রাবাদের রাজমন্ত্রী সার সালার জং ক্রিষ্টমাসের সময় প্রিন্স অব ওয়েলসকে একটী মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। প্রিন্স ইহা প্রাপ্ত হইয়া সালার জংকে তারযোগে ধন্যবাদ করিয়াছেন।

বোধা... প্রবেশিকা পরীক্ষায় ... হইয়াছে।

—গবর্ণমেণ্ট এবার গোপনে উচ্চ স্থদ দিয়া এ দেশীয়দের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করেন। এই বিষয় লইয়া সম্ভবতঃ পালিয়ামেণ্টে গোল হইবে।

—বাবু মতি শীলের দ্বিতীয় পুত্র বাবু চুনি লাল শীল মৃত্যু সময় মেডিকেল কলেজ হসপিটালের সংলগ্ন একটী আউট ডিস্পেন্সরী নির্ম্মাণার্থে ৬২৫০০ টাকা দান করেন। এই টাকা চুনিলাল বাবুর সম্পত্তির একজিকিউটারগণ সত্বর গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবেন।

—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গত বৎসরের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তথায় ১১২৯৮ জন ইউরোপীয় এবং ২৪৩২২ জন দেশীয় সৈন্য, সর্ব্ব সমেত ৩৬৭২০ জন সৈন্য আছে। এখানে এক রেজিমেণ্ট ইউরোপীয় ও নয় রেজিমেণ্ট দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্য আছে। ইউরোপীয় আঠারোটী কামানের ব্যাটারিতে ৮৩টী কামান এবং দুইটী দেশীয় আর্টিলারিতে ৮ টী কামান আছে। গত বৎসর এখানে ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের নিমিত্ত ৫৪৯৩১৯৩ এবং দেশীয় সৈন্যের নিমিত্ত ৭২৮১৪৩৫, অর্থাৎ মোট ১২৭৭৪৮৩৪ টাকা ব্যয় হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে এই নিমিত্ত আরো অতিরিক্ত ১১২৭১৭২৪ টাকা ব্যয় হয় এবং অন্যান্য বাব সমুদয় ধরিয়া মোট ২৪০৪৬৫৫৬০ টাকা ব্যয় হয়।

—এক জন ফরাসী পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে মস্তক যত বৃহৎ তাহাতে তত অধিক মস্তিস্ক থাকে এবং যে মস্তকের মস্তিস্ক ওজনে যত ভারি তাহার বুদ্ধি তত অধিক। আবার যেরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইলে ব্যক্তি বিশেষের মস্তিষ্ক ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হয় সেই রূপ সুযোগ অনুসারে কোন কোন পরিবারের মস্তিস্কের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জীবনের কিছু দিন মস্তিস্কের বৃদ্ধি হয়, আর কিছু দিন সম ভাবে থাকে, তৎপর আবার ইহার হ্রাস হইতে থাকে, শেষে ইহা একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তি বিশেষে যে নিয়মে মস্তিষ্কের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, আবার পরিবার বিশেষের পক্ষেও ঐ রূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিবার অনুসারে পুরুষ পুরুষানুক্রমে মস্তিষ্ক বৃদ্ধি হইতে থাকে। ফ্রান্সে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে যে সমুদয় ফরাসিরা রাজবিপ্লব উপস্থিত করে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের মস্তিষ্ক বড় ছিল। যে সমুদয় পরিবার ক্রমে নির্ব্বংশ হইবার উপক্রম হয় সে পরিবারে মস্তিষ্ক ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। ফ্রান্সের বর্ত্তমান রাজবংশে যে সমুদয় সন্তান জন্মিতেছে, তাহাদের মস্তিষ্ক ক্রমে হ্রাস হইতেছে। যাহারা আবার নূতন পদস্থ হইয়াছেন তাঁহাদের পরিবারের পুরুষপুরুষানুক্রমে মস্তিস্ক বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা বিদ্যালয় উপস্থিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করে তাহাদের মস্তক সচরাচর বড়। আবার সামান্যতঃ দেখা যায় ২০ হইতে ৩০ বৎসর অপেক্ষা ৩০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের মস্তিষ্ক বড় হয় কিন্তু ধর্ম্মযাজকদিগের পক্ষে এ নিয়ম নহে। ২৫ বৎসর হইতে তাহাদের মস্তিষ্ক ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে।

—বোম্বে গেজেটের লণ্ডনস্থ সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বস্থ সূত্রে শুনিয়াছেন যে রুশেরা যে নিয়মে তুর্কির সঙ্গে সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছে তাহাতে ইংরাজদিগের তত ক্ষতি হইবে না। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে, লর্ড বিকন্সফিলডের সঙ্গে লর্ড ডার্বির কিছু মাত্র বনিতেছে না।

—এক খানি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে যে পৃথিবীতে প্রতি দিন মনুষ্যে ১৫০০০০০০টি চুম্বন করে। রুশিয়াতে প্রতি দিন ৩০০০০০০ চুম্বন, জার্ম্মেনীতে ২০০০০০০, ফ্রান্সে ১০০০০০০, ইংলণ্ডে ১৩০০০০০ চুম্বন হইয়া থাকে। গ্রন্থকর্ত্তা চুম্বনের এই হিসাব দিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, রাজারা যদি চুম্বনের উপর ট্যাক্স করেন তাহা হইলে বিস্তর রাজস্ব সংগৃহীত হয়।

—এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, জার্ম্মেনীতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জার্ম্মেনী ৩০০০০০০ হইতে ৩৩০০০০০ সৈন্য যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত করিতে পারেন। ইহার মধ্যে ১৩০০০০০ সৈন্য সুশিক্ষিত।

—হাইকোর্টের জজ জষ্টিস বার্চ ও মরিসের পদ শূন্য হওয়াতে ইহাদের স্থলে প্রিন্সেপ ও টটেনহাম সাহেব নিযুক্ত হইবেন।

—ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকৃত রাজ্য ৯০৯৭৩৫ মাইল বিস্তৃত, ইহাতে ১৯১৬৫৪৪৫ লোকের বাস। দেশীয় স্বাধীন রাজার রাজ্য ৫৭৩০৫২ মাইল বিস্তৃত এবং এখানে সমুদয় ভারতবর্ষের পরিমাণ ফল ১৪৮৪১৫৭ বর্গ মাইল এবং এখানে ২৩৯৯৭৮৫৯৫ লোকে বাস করে। ইহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১৩৯৩৪৫৮২০০, শিকের সংখ্যা ১১৭৪৪৩৬, মুসলমানের সংখ্যা ৪০৮৬৭১২৫, বৌদ্ধ ও জৈনের সংখ্যা ২৮৩২৮৫০ এবং খৃষ্টানের সংখ্যা ৮৯৭৬৮২।

—জর্ম্মনীর সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা ইংলণ্ডকে নানা রূপ উপহাস করিতেছেন। সম্প্রতি এক জন লিখিয়াছেন যে রুশিয়া রাজমন্ত্রী যুদ্ধের পূর্ব্বে তুর্কিকে রুগ্ন পুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন কিন্তু বিসমার্ক বলেন ইংলণ্ড বৃদ্ধা স্ত্রী। প্রশিয়ার সম্রাটের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাণীর যে সম্পর্ক তাহাতে প্রসিয়ারমন্ত্রী এরূপ উপহাস করিতে পারেন।

—ওসমান পাশা কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। এমন কি, তিনি আপন আহত স্থান সমুদয় ইচ্ছামত চিকিৎসককে দেখান এবং ইচ্ছা হইলে পাঁচ সাত দিন ডাক্তারকে তিনি আপন গৃহে প্রবেশ করিতে দেন না।

—১লা জানুয়ারি অর্থাৎ ... উপাধি গ্রহণ করেন, সেই দিন বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি বন্দীকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। বাঙ্গালায় এই দিন কোন বন্দী কারাগার হইতে মুক্ত হয় নাই দেখিয়া যাহারা আশ্চর্য্য হইবেন তাহারা হতভাগ্য যদু গাঙ্গুলি, হৃদয় পাত্র, জানকি নাথ রায় প্রভৃতির মকর্দ্দমার কথা স্মরণ করিবেন। যত দিন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন না হইতেছে বঙ্গবাসীরা তত দিন বোধ হয় রাজার ক্ষমাগুণের পরিচয় প্রাপ্তি পক্ষে নৈরাশ হইবেন।

—পারস্যের সা আবার ইউরোপ পরিভ্রমণার্থে গমন করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রী ইহার বন্দবস্ত করিবার নিমিত্ত বার্লিনে গমন করিয়াছেন।

—মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত সর্ব্বসমেত ৪৫৭৭০৬৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত অতিরিক্ত যে বন্দবস্ত হয় তাহাতে ৪২৪৬ জন লোক নিযুক্ত হন এবং তাহাদের নিমিত্ত মাসে ১৩৬৭৯৮ টাকা ব্যয় পড়ে।

—পারিসে লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, রুশেরা কনেষ্টেণ্টিনোপোল অধিকার করিলে ইংরাজেরা রোডস দ্বীপ অধিকার করিবেন এবং কেবল এই জন্য মাণ্টাতে ইংরাজেরা সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন ও তাহাদের রণতরী বিসকে উপসাগরে প্রেরিত হইয়াছে।

—কাশ্মীরে অন্ন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভারতবর্ষ যেরূপ পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং কোন দিন কোন পীড়া ভয়ানক আকার ধরে তাহার স্থির নাই মন্বান্তরও প্রায় সেই রূপ হইয়াছে। ইংলিশ রাজ্যের পূর্ব্বে দস্যু ভয়ে যেরূপ লোকে অহোরহ বিব্রত থাকিত, এখন দৈব বিপাকের ভয়ে লোকে সেই রূপ অহোরহ বিবৃত হইয়াছে।

—এক খানি ইউরোপীয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, যদি ইংরাজেরা যত্ন করেন তাহা হইলে আফগানদিগকে রুশদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাইতে পারেন এবং যদি আফগানেরা রুশিয়ার বিপক্ষে অন্তরের সঙ্গে লাগে তবে মধ্য আসিয়াতে রুশদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতে পারে। আমাদেরও এই বিশ্বাস। তুর্ক যুদ্ধের সময় যদি অপরিণামদর্শী হইয়া ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমিরের সঙ্গে খেলাত লইয়া বিবাদ না করিতেন তাহা হইলে রুশিয়রা এত শীঘ্র তুর্কিকে পদানত করিতে পরিতেন না।

—যুদ্ধ স্থল হইতে এক জন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে, রুশিয় সৈন্যাধ্যক্ষ গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস যেরূপ রাগী সেই রূপ নিষ্ঠুর ও অভদ্র। যতদিন রুশিয় সম্রাট হেড কোয়ারটারে ছিলেন ততদিন তিনি ইংলিস আম্বাসাডার কর্ণেল ওয়েলেসলীকে কোনরূপ অপমান বাক্য বলিতে পারেন নাই, কিন্তু সম্রাট রুশিয় রাজধানীতে গমন করিয়াছেন, এখন কখন যে গ্রাণ্ড ডিউক ইংলিস আম্বেসেডারকে অপমান করেন তাহা বলা যায় না। তিনি এক বার কর্ণেল ওয়েলেসলীকে অপমান করেন, তাহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই, আবার যদি তাহাকে অপমান করেন তাহা হইলেও তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন না।

—কাশ্মীরের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এই রূপ সম্বাদ আসিয়াছে যে সেখানে অনেক স্থলে তণ্ডুল এক কালে দুর্ল্লভ হইয়াছে, আবার যাহা আছে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে টাকায় ৪০।৫০ সের চাউল পাওয়া যাইত এখন সেখানে টাকায় ১২ সের বিক্রয় হইতেছে। চাউলের ন্যায় ঘাসও পাওয়া যাইতেছে না সুতরাং ঘাস আহারী পশুরা আহারাভাবে মরিয়া যাইতেছে। অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে তথাকার শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের এক প্রান্তে অনাবৃষ্টির জন্যে মন্বান্তর, অপর দিকে অধিক বৃষ্টির জন্যে মন্বান্তর। বিধাতা যখন বৈমুখ হন তখন অগ্নিতেও সর্ব্বনাশ করে, জলেও সর্ব্বনাশ করে।

—রুশিয় গবর্ণমেণ্ট মধ্য আসিয়ার প্রান্তে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সীমার অতি সন্নিকটে বৈজ্ঞানিক গবেষণার্থ জন কয়েক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে তথায় পাঠানের উদ্যোগ করিতেছেন। রুশদিগের এই উদ্যোগের প্রতি ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। রুশিয় পণ্ডিতেরা এই গবেষণার্থে যাত্রা করিলে সেই সঙ্গে হয় ত ইংরেজরা আপনাদের অনুচর সেখানে প্রেরণ করিবেন। আসিয়াতে ইংরাজদিগের যেরূপ দশা হইয়াছে, ইংরাজদিগের মধ্যে রুশদিগের প্রায় সেই রূপ দশা হইয়াছে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে আমির সাধ্যমত যত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন সে সমুদায় কান্দাহারে প্রেরণ করিতেছেন। কেন যে তিনি সেখানে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন তাহা কেহ বলিতে পারেন না। রুশিয়া হইতে কাবুলে অনবরত দূত গমনাগমন করিতেছে এবং আমীর এই সকল দূতদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর দেখাইতেছেন।

—জোয়াকীদিগের সম্বন্ধে তারের সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইংলিশ সৈন্যেরা জম্বুর অবশিষ্ট দুর্গ নষ্ট করিয়া তুর্কি নামক স্থানে গমন করিতেছে। যুদ্ধ নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত জোয়াকীদিগের যে প্রতিনিধি আগমনের কথা ছিল তাহারা আসিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ৬০ জন। কেহাতের কমিশনার ও জেনারেল কেস ২৪শে তারিখে তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার নিমিত্ত সৈন্য শিবিরে উপস্থিত হইবেন।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কম্পানি থার্ড ও ইণ্টার মিডিয়েট শকটের উন্নতি করিবেন স্থির করিয়াছেন। রেলওয়ে কোম্পানি এই দুই শ্রেণী শকটে আপাতত যত লোক গ্রহণ করেন তাহা অপেক্ষা অধিক লোক লইবেন, আবার এই গাড়িতে মল মূত্র পরিত্যাগ ও শয়ন করার স্থানও থাকিবে।

—আমেরিকার আবিষ্কারক কলম্বাসের অস্থি লইয়া সেণ্ট ডমিঙ্গো ও ... স্তুত হইয়াছে। ১৫০৬ খৃঃ ... স্পেইনের একটী কনবেণ্টে তাহার সমাধি ... পরে ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে কলম্বাসের পুত্র পিতৃ অস্থি সেণ্ট ডমিঙ্গোতে আনিয়া তথায় উহার সমাধি করেন। কিন্তু ১৭৯৫ খৃ অব্দে কিউবাবাসীরা কলম্বাসের অস্থি সেণ্ট ডমিঙ্গো হইতে উঠাইয়া আনিয়া হাবানাতে উহার সমাধি করে। সেণ্ট ডমিঙ্গোবাসীরা এখন বলিতেছে যে, কিউবাবাসীরা ভ্রমক্রমে কলম্বাসের অস্থি না লইয়া তাহার পুত্রের অস্থি লইয়া গিয়াছে এবং ইহা লইয়া এই দুই দ্বীপবাসীদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে।

—ওসমান পাশা এখনও বন্দী অবস্থায় আছেন। সম্ভবতঃ তিনি আপাততঃ মস্কায়তে রক্ষিত হইবেন।

—আগামী ১ লা হইতে সিন্ধুদেশ বোধ হয় পঞ্জাব বিভাগে ভুক্ত হইবে।

—আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করি যে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা সুলতানের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছেন। এই প্রতিনিনি কনেষ্টেণ্টিনোপোলে উপস্থিত হইয়াছেন।

—আহাম্মেদাবাদ শালিসি বিচারালয়ে নয় মাসে ৭৭৫ টী মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। আমরা যখন এই সম্বাদ গুলি পাঠ করি তখন আমাদের নির্ব্বাণ আশা আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। বিধাতা এমন দিন কবে দিবেন যে দিন আমরা শুনিব যে বাঙ্গালায় এই রূপ শালিশী বিচারালয় দ্বারা মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইতেছে।

—আগামী ১ লা তারিখ হইতে পারিসের মেলা হইবে।

—ইংলণ্ডবাসীদের ভয় হইয়াছে পাছে ইংলণ্ড যুদ্ধে বিলিপ্ত হন এবং এই নিমিত্ত তাহারা নানা স্থানে সভা আহুত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন যে, যেন গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে প্রবর্ত্ত না হন। এই রূপ রাষ্ট্র পারিসবাসীদের উত্তেজনায় লুইনেপোলিয়ান যুদ্ধে আহুত হন। রুশ সম্রাটও নাকি এই রূপ প্রজা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। তুর্ক সুলতান যে অস্ত্র ধারণ করেন সেও নাকি প্রজার অনুরোধে, কিন্তু দেব ভূমি ভারতবর্ষের সংস্রবে আসিয়া ইংরাজ জাতি দেবত্ব পাইয়াছেন, ভারতবর্ষবাসীদের ন্যায় ইহারা সমরের কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না, রক্ত তরঙ্গ দেখিলে ইহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদিগের আর্ত্তনাদে ইহাদের বুক বিদীর্ণ হয়।

—সোয়াতের আখন্দের সমকক্ষ আর এক জন মুসলমান ছিলেন। ইনি কাটানের মোল্লা। ইহাদের দুই জনের এক সময় মৃত্যু হইয়াছে।

—ডিউক অব মণ্ট পেসিয়ারের কন্যা প্রিন্সেস মার্সিডিসের সঙ্গে স্পেনের রাজার বিবাহ হইয়াছে।

—গত ২৩শে জানুয়ারিতে রাজা যোগেন্দ্র নাথ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

—গত দুর্ভিক্ষের সাহায্যের নিমিত্ত ৮০০০০০ টাকা অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়।

—হাইদ্রাবাদে এখন তুর্ক যুদ্ধের সাহায্যার্থে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। সেখানে ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে।

—২৪শে তারিখে রুশেরা কিশান নামক স্থানে উপস্থিত হয়। সেখান হইতে দুই দিনে তাহারা গেলিপোলিতে পৌছিতে পারে। গেলিপোলি যদি রুশ অধিকারে আইসে তাহা হইল ইচ্ছা করিলেও ইংরাজদের তুর্কির সাহায্যে আগমন করা কঠিন হইবে।

—আলাহাবাদের ষ্টেশন মাষ্টার ব্লানি নামক এক জন সাহেবের নামে উৎকোচের মকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। এই মকদ্দমা উপস্থিত হইলে ব্লানি সাহেব পলায়ন করেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা রোগী ছাড়িয়া মাদুরকে ধরেন, অর্থাৎ সাহেবের মকর্দ্দমা ছাড়িয়া দিয়া এ... যে তাহাকে উৎকোচ প্রদান করে তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাসের নিমিত্ত ফাটকে দিয়াছেন। ব্লানি সাহেব হয়ত নাম বদলাইয়া অথবা কিছু দিন গোপন থাকিয়া শেষে এখানে উপস্থিত হইবেন এবং পোষ্টাল কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এক জন এদেশীয়কে কোন অপরাধে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার স্থলে ইহাকে ইনেস্পেক্টরী পদে নিযুক্ত করিবেন।

—কার্ণেগি সাহেব নাগা যুদ্ধে এক জন শাস্ত্রি কর্ত্তৃক আহত হন তাহা বোধ হয় সকলের স্মরণ আছে। ইহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে।

—স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাজা নিজ রাজ্যে চিনির কারখানা করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

—লাহোর কালেজ কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অন্তর্গত হইবে এই রূপ সাব্যস্ত হইয়াছে।

—চিনবাসীদের ন্যায় উদ্যোগী জাতি আশিয়াতে নাই। ইউরোপেও কম আছে। ইহারা পৃথিবীর সকল স্থানে গিয়া নানারূপ ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে অথচ চিনদেশে একটী রেলওয়ে নির্ম্মিত হয় এবং চিনবাসীরা ইহা বন্দ করিয়া দিয়াছে। তাহারা বলে যে যাহা তাহাদের দেশে প্রচলিত নাই তাহা প্রচলিত করিতে গেলে দেশের অমঙ্গল হইবে।

—রুশ সম্রাট সেণ্টপিটার্স বার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেখানে লোকে তাহাকে এরূপ সানন্দ উৎসবের সঙ্গে গ্রহণ করে যে বোধ হয় কোন রাজারজন্য কোনপ্রজাএরূপ উৎসব করে নাই নগর লোকে পরিপূর্ণ হয়, গিরিজা হইতে অবিশ্রান্ত ঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকে। অতি দূর হইতে লোক আসিয়া নগর পরিপূর্ণ করে, জয় ধ্বনি হইতে থাকে এবং কামানের ধ্বনিতে মেদিনী কম্পিত হইতে থাকে।

...র অব ষ্টেট আজ্ঞা দিয়াছেন যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এপ্রেল মাসে ...র অর্দ্ধেক অতিবাহিত না হইলে পর্ব্বত শিখরে বিহারার্থে গমন করিতে পারিবেন না, এবং নবেম্বরের প্রারম্ভে ইহাদের নিজ নিজ প্রেসিডেন্সি...তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

—কঠোর শাসনেও বরিশালের প্রজাদিগকে নির্জীব ও শান্ত করিতে পারে নাই। সেখানে প্রায়ই ... জমিদার ও প্রজাতে ভয়ানক কলহ উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত অনেক ... স্থানে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত পোলিস রক্ষা করিতে হয়, ফল যাহাদের কঠোর শাসনে প্রখর স্রোতস্বতী নদনদী নির্জীব হইয়াছে, গগনভেদী পর্ব্বত শিখর নতমস্তক হইয়াছে, দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বতীয় জাতির মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, সিন্ধিয়া প্রভৃতি অহঙ্কারী রাজার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ প্রভৃতি অভিমানী জাতি মান অপমান সম্বন্ধে ... হইয়াছে, তাহারা যে লোককে শাসন করিতে পারেন ...র সে সমুদয় লোককে নিতান্ত সামান্য বলিয়া জ্ঞান ক...

—আসাম চিফ কমিশনারের নিকট হইতে তারে সম্বাদ আসিয়াছে যে, মঝামানাগারা শরণাগত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি যে জরিমানা করেন তাহারা তা দিয়াছে। তাহারা যে সমুদয় ডাক লুণ্ঠন করে এবং কনেষ্টবলদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে যে সমুদয় ... করে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছে। আবার গব...র আজ্ঞা ক্রমে তাহাদের নিজের যে সমুদয় বন্দুক ছিল তাহাও তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। আর কতকগুলি সামান্য বিষয় সম্বন্ধে যে গোলযোগে আছে তাহা নিষ্পত্তি হইয়া গেলে নাগা পর্ব্বত হইতে গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত সৈন্যেরা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তাহা হইলে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে যে দুইটি যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তাহার একটী শেষ হইবে।

—পার্ব্বতীয় চট্টগ্রামে এবৎসর সরিষা জন্মে নাই। পোকা লাগিয়া সমুদয় সর্ষপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

—সিবিল ও মিলিটরি গেজেট নামক সম্বাদপত্রের প্রোপ্রাইটারের নামে সম্প্রতি একটী লাইবেল মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।

—গবর্ণমেণ্টের ফাইনেন্সেল বৎসরের দ্বিতীয় কোয়ারটারে অর্থাৎ গত আগষ্ট সেপ্টেম্বর অক্টবরে সর্ব্বসমেত প্রায় ২৪৬৬৪৬৪মণ লবণ বিক্রয় হইয়াছে। প্রথম কোয়াটারে ২১০৩৮২২ মনের কিছু অধিক লবণ বিক্রয় হইয়াছে। গত বৎসরের দ্বিতীয় কোয়ারটারে প্রায় ২৩৭৩৭৮২ মণ লবণ বিক্রয় হয়। এ বৎসরের দ্বিতীয় কোয়াটারে লবণের শুল্ক বাবদ ৭৬০৭৪৬০ টাকা, প্রথম কোয়াটারে ৬৫৩৮৩৮০ টাকা, এবং গত বৎসরের দ্বিতীয় কোয়াটারে ৭৪১৮৫৬৫ টাকা সংগৃহীত হয়।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে ২১শে তারিখে ঝাকাখেল নামক প্রান্তবাসীরা পাশে কতকগুলি ব্রিটীশ কর্ম্মচারিকে গুলি করিয়া তাহাদের একটী অশ্ব আহত করে। কোহাত হইতে ২২শে তারিখে তারে সম্বাদ আসিয়াছে যে ঝাকাখেলদিগের কার্য্যে পাশ আফ্রিদিরা ভারি বিরক্ত হইয়াছে এবং তাহারা জোয়াকিদিগকে গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত জন্মাইতেছে।

—উপনিবেশে যে সমুদয় কুলি গমন করে তাহাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার হয়। এই অত্যাচার নিবারণার্থে গত নবেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটী কমিটী হইয়াছিল। কতকগুলি অপরিণামদর্শী ইংরেজদের অর্থগৃধ্নুতা ও গবর্ণমেণ্টের অপরিমিত ব্যয়ের নিমিত্ত ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এ দেশে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সুতরাং উপরি উক্ত সৎকার্য্যের ন্যায় মাঝে মাঝে দুই একটী সৎকার্য্যের দ্বারা তাহাদেব আপনাদের পদ মর্য্যাদা রক্ষা করা নিমিত্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।

—কনেষ্টেণ্টিনোপোল অর্থাৎ মুসলমানদের রুম সহর এই রূপে দুর্গ দ্বারা রক্ষিত আছে। উহা স্বতন্ত্র তিনটী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাচীর গুলির এক দিক ইষ্টক ও অপর দিক প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ১২ হাত অন্তর ইহার এক একটী প্রাচীর। এই প্রাচীর গুলি একটী গড় অর্থাৎ ২৫ফিট পরিসর একটি খালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। কালপ্রভাবে ইহার প্রথম প্রাচীরটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং খাল ভরাট হইয়া সেখানে এখন পুষ্পোদ্যান হইয়াছে, কিন্তু অপর দুইটী প্রাচীর উত্তমাবস্থায় আছে।

...থন নামক এক জন রিলিফ অফিসর মহীশূরের তাম্বু তালুকের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হন। তিনি অনুসন্ধান দ্বারা দেখিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষে ঐ স্থানের অনেক গ্রামের শতকরা ২০জন অধিবাসীর সংখ্যা কমিয়াছে। পূর্ব্বে এ সমুদায় স্থানে যত ভূমি আবাদ হইত তাহার শতকরা ৪৫ ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং সেখানে অন্যান্য বৎসর যত শস্য উৎপন্ন হয় এ বৎসর তাহার অর্দ্ধেক শস্য উৎপন্ন হয় কিনা সন্দেহ।

—সম্প্রতি একরূপ নূতন টানাপাখা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা হস্ত দ্বারা ব্যজন করার প্রয়োজন হইবে না। যন্ত্র দ্বারা উহা চালিত হইবে। এই যন্ত্র যে এদেশের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তাহা বলা যায় না। এবং আমরা জানি না যে সমুদায় পণ্ডিতেরা যন্ত্রের বলে পৃথিবী উলট পালট করিতেছেন তাহারা কেন এত দিন এরূপ কোন যন্ত্রের সৃষ্টি করেন নাই। এরূপ যন্ত্রের সৃজন হইলে এদেশীয় লোকের অর্দ্ধেক কষ্ট কেবল দূর হইবে না, লোক সুস্থ, সবল, ও দীর্ঘজীবী হইবে। আবার যিনি এরূপ যন্ত্রের সৃজন করিবেন তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন।

—দুর্ভিক্ষ দ্বারা মান্দ্রাজের কত লোক মরিয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত ১০ ই মার্চ্চ তারিখে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জন সংখ্যা গ্রহণ করা হইবে।

প্রেরিত

দারজিলিং।

গত সপ্তাহের পত্রিকা পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে কলিকাতায় এবার অতিশয় শীত হইয়াছে, কিন্তু মহাশয়, আমরা জঠর জ্বালায় এই দারজিলিং পর্ব্বতোপুরি কিরূপে কাল যাপন করিতেছি তাহা বোধ হয় আপনারা মনেও ধারণ করিতে পারিতেছেন না। তাহাতে কাটের কষ্ট ও আফিসের তাড়া। পূর্ব্বে যেরূপ এখানে অনায়াসে শুষ্ক কাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যাইত এখন যত্নেও তাহার দশাংশের এক অংশ পাওয়া কঠিন। এখানে এক দিন আহার ত্যাগ করিয়া থাকা যায় কিন্তু ক্ষণ মাত্র ব্রহ্মার শান্ত মূর্ত্তি সহ্য হয় না। অগ্নিই এখন আমাদের জীবন। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট আমাদিগকে সে সুখেও বঞ্চিত করিয়াছেন। এখানে কাষ্ঠের ব্যবসাদার নিজে গবর্ণমেণ্ট। যাহা হউক এ বিষয়ে এখন অধিক লিখিব না, বারান্তরে অধিক লিখিবার বাসনা রহিল।

দারজিলিঙ্গের ভাগ্য হস্তান্তরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সুখ সৌভাগ্য ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। এখন কোন্ দিকে কিরূপ বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা বলা যায় না। আমাদিগের সুযোগ্য ডেপুটী কমিসনার মাঃ এডগার মহোদয় স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মাঃ এড্‌গার সাহেব এখানে প্রায় ৬ বৎসর কাল একাদিক্রমে সুযশের সহিত প্রজা রঞ্জন করিয়া শীঘ্রই সাহাবাদে গমন করিবেন। সাহাবাদবাসীরা ধন্য যে এরূপ কলেকটার ও মাজিষ্ট্রেটের হস্তে তাহাদিগের সাধারণ ভার অর্পিত হইল। তাহারা যে কত সুখ ভোগ করিবে তাহা যাহারা একবার ইহার অধীন ছিল তাহারা ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। ইহাঁর হস্তে আমলা ইইতে নিতান্ত দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত কাহারও কখন অনিষ্ট হয় নাই। ধর্ম্মাধিকরণ ইহার অপক্ষপাতী সদ্বিচারে দ্বিগুণতর গৌরবান্বিত হইয়াছিল। প্রজাগণের জন্য ইহাঁর দ্বার অবারিত ছিল। কেহ কখনও আপনার ক্লেশ জানাইতে ভীত ছিলনা। পিতার নিকট যেরূপ নিজ সন্তান আপনার প্রয়োজন জানাইতে কুণ্ঠিত হয় না ইহার নিকটেও লোকে অবাধে আপনার হৃদয় ভার জ্ঞাত করিয়া বিতক্লেশ হইত। ইনি স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রজাবর্গ সকলেই কোন না কোন প্রকারে দুঃখিত হইবে তাহা লেখা বাহুল্য। অবশেষে আমাদিগের এই মাত্র প্রার্থনা যে যাহার হস্তে দারজিলিঙ্গের শাসন ভার অর্পিত হইল তিনি যেন মাঃ এডগার সাহেবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় পদের যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত বাৎসল্য ভাবে পালন করেন। এদেশের প্রজারা কখন ভূমির রাজস্ব ব্যতীত অন্য কর অর্পণ করে নাই কিন্তু বিধাতা তাহাদিগের উপর বাম, তাহাদিগের স্কন্ধে দুইটী কর (রোড সেস ও পাবলিক্ ওয়ার্ক সেস) একবারে সমভাবে পতিত হওয়ায় তাহারা যে নিষ্পেষিত হইবে তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিমাধিক মিতি।

দারজিলিং } জনৈক প্রবাসীনঃ
১৭ জানুয়ারি }

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রণীত "প্রভাত চিন্তা" এবং শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত "হেলেনা কাব্য, প্রথমখণ্ড' উভয়ের পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত সটিক নূতন সংস্করণ (যাহা আগামী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ বিভাগের স্কুল সমূহের জন্য পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, ও এতদুভয়ের সরল ব্যাখ্যা "ঢাকা, পটুয়াটুলী, ২৬ । ২৭ নং ভবন কাব্য প্রকাশ লাইব্রেরীতেই, কে, সি, বসু এণ্ড কোং দ্বারা বিক্রিত হইতেছে।

উক্ত লাইব্রেরীতে ছাত্র বৃত্তির পাঠ্য সমুদয় পুস্তক এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার দিগের গ্রন্থাদি— কাব্য, নাটক. উপন্যাস, নবন্যাস, চরিতাখ্যান ও রহস্যাদিও— বিক্রীত হইতেছে। অধিক পুস্তক ক্রয় করিলে ক্রেতাদিগকে যথোপযুক্ত কমিসন দেওয়া হয়। নগদ মূল্য সহ ডাক মাসুল এবং পেকিং খরচা পাঠাইলে অতি যত্নের সহিত বিদেশে পুস্তক পাঠাইবারও অতি সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যথোপযুক্ত কমিসন পাইলে অতি যত্নের সহিত উক্ত লাইব্রেরীতে বিদেশীয় গ্রন্থকারবর্গের পুস্তক বিক্রয়ার্থ গচ্ছিত রাখা হয়।

ঐতিহাসিক রহস্য।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

প্রথম ভাগ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ... ৵০ আনা।

"এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইল।" বঙ্গদর্শন।

এই পুস্তকদ্বয় কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে, সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে, রায় যন্ত্রে, ও মজুমদার এণ্ড কোং পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে।

সতর্কতা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হরচন্দ্র মল্লিকের গলিতে ৯ নম্বর ও ১০ নম্বরের যে বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি আছে এবং বাগবাজার ষ্ট্রীট ১৮ নম্বরের যে বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি আছে তাহা যেন কেহ খরিদ করেন না ও বন্ধক রাখেন না। প্রথমোক্ত দুটী বাড়ী নীল মনি মল্লিক এক খানি দান পত্র দ্বারা তাহার স্ত্রী শ্রীমতি বিনদ মনি দাসীকে তাহার জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া যান এবং বিন্দু বাসিনীর মৃত্যুর পর উহা চিরকালের নিমিত্ত শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসীর সম্পত্তি হইবে। শেষোক্ত গৃহটি উক্ত শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসী তাহার নিজ নামে খরিদ করেন, কিন্তু উহার দলিল দস্তাবেজ সমস্ত তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি উপরিউক্ত গৃহ ও উহার সংলগ্ন জমি সকল ক্রয় করেন কি বন্ধক রাখেন তাহা হইলে তি... ঝঞ্জাটে ও গোলমালে পড়িবেন।

কলিকাতা। মহেন্দ্রনাথ হালদার
২৯ ডিসেম্বর ১৮৭৭। উক্ত শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসীর এটর্ণী।

TIRHOOT STATE RAILWAY.

Wanted.—Three experienced Goods Clerks Those accustomed to Transfer Yards preferred Salary Rs. 60 per month rising. Apply personally with certificates to Traffic Superintendent Somstipore.

সেবন করিলে বুঝিতে পারিবেন।

"টনিক ড্রপ" ইহা দ্বারা পুরাতন জ্বর (বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া) প্লীহা, যকৃত, উপদংশ ও ধাতু ও রক্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত পীড়া, শীর পিড়া প্রভৃতি অতি স্বল্প দিবস ব্যবহারে আরোগ্য করিয়া, শরীর বলকারক করে। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

"গনোরিয়া মিক্সচর" ইহা দ্বারা নূতন ও পুরাতন মেহ রোগ এক বারে আরোগ্য হয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

আমাদিগের ঔষধিতে পারা ইত্যাদি কোন প্রকার অনিষ্টকর ধাতু নাই। যদ্যপি ডাকের বা অন্য কোন প্রকার টিকিটে কেহ মূল্য প্রেরণ করেন তাহা হইলে টাকা প্রতি /০ এক আনা বাট্টা সহিত পাঠাইবেন শিশির উপর প্রশংসা পত্র সহ ব্যবহার প্রণালীর কাগজ বেষ্টিত থাকিবে।

কেঃ এমঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানি (ড্রগিষ্টস)
বেনারস।

বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক ফারমেসি।
১নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, ইংরাজি ও বাঙ্গলা ব্যবস্থা পুস্তক, ঔষধ পূর্ণ নানাপ্রকার গৃহ চিকিৎসার বাকস এবং চিকিৎসক ও পথিকদিগের সাথ লইয়া বেড়াইবার অতি সৌন্দর্য্য বিলাত নির্ম্মিত পকেট কেস ও অন্যান্য সহকারী দ্রব্য সকল সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গৃহ চিকিৎসার ওলাউঠার বাকস সমেত ব্যবস্থা পুস্তক।

১২ শিশি ৫ টাকা				২৪ শিশি ১০ টাকা।		
ক্যাম্ফার						১ টাকা।
পকেট কেস	শিশি	১২	২৪	৩০	৩৬	৬০
ক্ষুদ্র বটীকার সমেত ব্যবস্থা পুস্তক		৭	১২	১৫	"	২৮
১ ড্রাম শিশি		৯	১৬	"	"	
২ ড্রাম শিশি		১২	২০	"	৩০	
			বিনা পুস্তক।			

লালবিহারি মিত্র এবং কোং,
হোঃ চিকিৎসক ও কেমিষ্ট।

[…] আমাকে লিখিলে পাঠান যাইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

বাঙ্গালা পুস্তক।

আমার প্রণীত বাঙ্গালা

হোমেওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান

	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ড	১।০
ঐ	ভৈষজ্যতত্ত্ব, ১ম, ২য় খণ্ড	১
ঐ	মতে ওলাউঠার চিকিৎসা	।০
ঐ	মেডিসিন চেষ্ট ৬০ শিশি	২৫
ঐ	লাউঠার বাক্স ২০ শিশি	১০
ঐ	ঐ ঐ ১০ শিশি	৬

এই ওলাউঠার বাক্সে এক খানি পুস্তক আছে; ইহা নিতান্ত সহজ বাঙ্গালায় লিখিত এবং ইহার সাহায্যে এই কঠিন পীড়া ইহার উপসর্গ এবং পরবর্ত্তী পীড়া সমূহ অতি সহজে আরোগ্য করা যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্য পাঠাইতে ডাক মাশুল ও প্যাকিং খরচা পৃথক লাগিবে।

শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ী।
৩৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শরত সরোজিনী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত।

মূল্য ১৷৵ ডাকমাসুল ৵।

প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য। "বঙ্গ ভাষার প্রতি বৎসর এই রূপ এক খানি নাটক প্রকটিত হইলে আমরা যার পর নাই সৌভাগ্য বিবেচনা করিব"

——বান্ধব।

সুলভ! সুলভ!! অতি সুলভ!!!

আমরা বিলাত হইতে অত্যুত্তম বিরিচ্ লোডার মেজেল লোডার বন্দুক, রায়ফল, পিস্তল, ৫ নাগাৎ ২০ নলি রিভলবার, বারুদ, ক্যাপ, গোঁটা ও শীকারের সকল প্রকার সরঞ্জম অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবেক নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন। আর বন্দুকাদি সকল প্রকার অস্ত্র মেরামত অতি সুলভ মূল্যে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

ডিঃ এন্ বিশ্বাস কোং
নং ৩২ লালদিঘির দক্ষিণ
কলিকাতা।

DR. H. GANGOOLY'S.

SPECIFIC PILLS.

(Infalliable cures.)

Gonorrhea and Gleet, chancre and other sores on the private parts and Lecorrhea (the whites.) Each sort to be had in boxes containing one dozen pills, price per box Rs. 2-8.
with postage Rs. 2 Ans. 12.

Generally no second box will be required. Directions for use accompany each box. To be had only at No. 7 Bagbazar Calcutta.

বিনীতভাবে সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করিতেছি যে এ, বৎসর আমি অনেক নূতন গাছ ফুল ইত্যাদি বৃদ্ধি করিয়াছি যথা ৫০ রকমের অকৃত্রিম আমের কলম ১৫০ রকমের নূতন ও অধিকাংশ সুগন্ধযুক্ত গোলাপ, বাগান সাজাইবার অসীম রকমের চিরস্থায়ী ফুল, লতা ফ্রোটন ইত্যাদি। ইহাদের মূল্যের তালিকা দুই আনার টিকিট পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরিত হইবে। এই তালিকায় গাছের লাটিন ও বাঙ্গালা নাম কিরূপে উহা রোপণ ও প্রস্তুত করিতে হয় ইত্যাদি বিবিধ বিবরণ লিখিত আছে।

এই বৎসর নারসরির চাঁদা পোনের টাকা হইতে তেরো টাকা করা হইয়াছে। এই রূপ কমানতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। ভরসা করি স্বদেশ হিতৈষিগণ এ দেশীয় নারসরিটি যাহাতে বজায় থাকে তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইবেন। গ্রাহকগণ অর্দ্ধেক মূল্য ও অপরে সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করিলে জিনিষ সমস্ত পাঠান যাইবে। গ্রাহকগণকে দেশী ও বিলাতী বীজ বাদে জুন ও জুলাই মাসে বাছা২ চিরস্থায়ী লতা ও ফুলগাছের বীজ দেশদেশান্তর হইতে আনয়ন করিয়া রোপণ প্রণালী সমেত পাঠান যাইবে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নরসারি, কলিকাতা।

পত্তনি দিবার বিজ্ঞাপন।

ঢাকার পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পূর্ব্বোত্তর দিকে নানা স্থানে বিশেষত জেলা বাখরগঞ্জ, কমিল্লা ও ফরিদপুরের অধীন আমাদিগের যে সমস্ত জমিদারী ও তালুকাত আছে, তাহা পত্তনি বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া ও কারণ বশন স্থগিত রাখা হইয়া ছিল। সম্প্রতি ঐ সকল মহাল (যত শীঘ্র হইতে পারে) পত্তনি দেওয়া স্থিরতরে এত দ্বারা পুনশ্চ জানান যাইতেছে যে গ্রাহকগণ আমাদিগের ঢাকাস্থিত সদর কাছারিতে প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবেক। আমাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্যতর কার্য্যকারক যুত বাবু রাজ গোবিন্দ সরকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিকট নিয়ম জানিতে পারিবেন॥

৬ই, অশ্বিন }
১২৮৪ সন। }
শ্রীকানাইয়া লাল রায় চৌধুরী
শ্রীকিশোরি লাল রায় চৌধুরী
শ্রীযশোদা লাল রায় চৌধুরী

নূতন পুস্তক!!

বৃত্র সংহার কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মূল্য ১ টাকা। ডাক মাসুল ৵০।

রায় প্রেস ও ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য

অর্শরোগের, দৈহিক দৌর্ব্বল্যের

এবং

পুরাতন জ্বর পুরাতন ঘা ইত্যাদি

পীড়ার পরিক্ষীত অব্যর্থ মহৌষধ!!!

ঔষধির মূল্য আর ডাকমাশুল

অর্শ সর্ব্ব প্রকারের সেব্য এবং ব্যবহার্য্য ১১ এবং ২২ দিবসের মূল্য ৩৸০ এবং ৬৸০

ধাতু দৌর্ব্বল্যের প্রতি বোতল	এক	সপ্তাহের	৪॥০
পালা এবং পুরাতন জ্বর	ঐ	ঐ	১॥০
ধাতের ব্যামহ	ঐ	ঐ	২॥০
পুরাতন ঘা ইত্যাদির তৈল	ঐ	ঐ	৩॥০

এই মহৌষধি গুলি যে, বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাঙ্গলা, ইউনানি ও ইংরাজি চিকিৎসা করাইয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া পরিশেষে এই মহৌষধি সেবনে আরগ্য লাভ করিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আরোগ্য সমাচার সকল বোম্বাই, লাহর ও কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত সম্বাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরণ কারণ প্রস্তুত আছে।

এই মহৌষধ গুলিন বৃক্ষের ফল ও মূল এবং ধাতুর দ্বারায় প্রস্তুত। ইহা সেবনে কোন প্রকার কষ্ট নাই। সেবন নিয়ম ঔষধির সহিত পাওয়া যায়।

শ্রীকরাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮ নং মলঙ্গা লেন (বহুবাজারের জলের কলের পার্শ্বের গলি)
কলিকাতা।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, জেলা বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসি গ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রসাধ্য ব্রণাদি রোগ চিকিৎসক ৺ বিষ্ণুহরির বংশজ আমি মহানগরী কলিকাতার শোভাবাজার নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট ৪নং বাটীতে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা করিতেছি। পৃষ্ঠাঘাত, ওষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ, ভগন্দর, অর্শ, নালিঘা, উপদংশ বিদ্রধি ইত্যাদি উৎকট রোগ আমা কর্ত্তৃক অতি উত্তমরূপে চিকিৎসিত হইতেছে, এতদ্ব্যতীত পারদ ঘটিত রোগের অতি উত্তম তৈল এবং সেবনীয় ঔষধ ও প্লীহা, যকৃত, রক্ত আমাশয়ের অতি উত্তম অবধৌতিক ঔষধ আমার নিকট আছে। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু ললিত চন্দ্র সেন তথা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ তথা শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বসু বেঙ্গক্লার্ক ও হাটখোলাস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সমীপে আমার ও আমার বংশের চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবেক।

শ্রীহরমোহন দাস ডাক্তার।

ইষ্টমার কাথওয়ে দ্বারা আমাদিগের নানা প্রকার হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও ঔষধ আসিয়াছে! যাহাদিগের আবশ্যক হইবে পত্র লিখিলে […]

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত!

টক্সিকোলজিক্যাল চার্ট।

ধাতু ঘটিত, ঔদভিদিক ও প্রাণি ঘটিত বিষ খাইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং নিশ্বাসবন্ধ (জলে ডুবা, প্রাণ নাশক, বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাস রোধ, বজ্রাঘাত, উদ্বন্ধন, শ্বাসবিহীন সদ্য প্রসূত সন্তান, অতিশয় শীত ও অতিশয় গ্রীষ্ম) জন্য অস্বাস্থ্য, তাহার বিবরণ এবং তাহার নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা।

প্রতি খণ্ড রং করা ও ভাল বাঁধা	২।০
খালি কাপড় মোড়া কাগ	১
ডাক মাশুল ইত্যাদি	১

উপরোক্ত চার্ট খানি অতি সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বাটিতে ইহার এক এক খানি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও হিতকর। হঠাৎ কেহ বিষ খাইলে বা কাহাকে […]পে কাটিলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্র চিকিৎসক পাওয়া সহজ নহে। সামান্য প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঘোর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু সেই সামান্য প্রণালীর [...]রিজ্ঞান অভাবে অনেক প্রাণ নষ্ট হয়।

উক্ত চার্ট খানি সেই অভাব পূরণ করিবে। প্রতি আফিসে, প্রকাশ্য স্থানে, বিদ্যালয়ে ও প্রতি বাড়িতে ইহার এক খণ্ড রাখা অতি আবশ্যক ও হিতকর।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কৃত জিবন রক্ষক ১ম ভাগ মূল্য ।।০, ব্যায়াম শিক্ষা ১ম ভাগ মূল্য ।০ ও ব্যায়াম শিক্ষা ২য় ভাগ মূল্য ।০ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উহা ১০৬ নং বহুবা[জা]র ষ্ট্রিট ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকট, সংস্কৃত […] ও আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ক্যানিং লাইব্রেরি কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।